

দশ মিনিটের আমল

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

পরিমার্জিত সংস্করণ

দশ মিনিটের আমল

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

রাশেদুল আলম
অনূদিত

শুখ চিন্তা শুখ প্রকাশ
হাফসানা
পা.ব.লি.কে.শ.ন

দশ মিনিটের আমল

শাইখ আবদুল মালিক আল কাসিম

অনুবাদ: রাশেদুল আলম

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....	৮
ভূমিকা.....	৯
সময় কী ?	১১
আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য.....	১৫
সালাতুদ দুহা বা চাশতের নামাজ	১৭
কুরআন তেলাওয়াত	২০
নবীজির ﷺ প্রতি দুরূদ পড়া	২৪
জানাযার নামাজে শরিক হওয়া	২৬
আল্লাহর জিকির	২৯
সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ	৩৩
তাওবা ও ইস্তেগফার করা	৩৮
সুযোগ আসামাত্রই তা কাজে লাগানো	৪০
শিশুদের আদর করা	৪১
দোয়া.....	৪৪
মুহাসাবা	৪৮
পড়াশুনা	৫১
বিপদে অন্যকে সাহায্য করা.....	৫২
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা	৫৪
ইসলামি রেকর্ডার.....	৫৮
আল্লাহর জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করা	৫৯
নামাজের পরের জিকিরগুলো আদায় করা.....	৬১
পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করা	৬২
সময়ের প্রতিটি অংশই তোমার জীবন.....	৬৪
দোয়া এবং জিকির	৬৫
নাসিহাহ	৬৬
মোবাইল-টেলিফোন	৬৮
ওসিয়ত	৬৯
সদকাহ করা	৭১
নবীজির হাদিস	৭৪

চিন্তা-ফিকির করা	৭৫
এভাবে সময় নির্ধারণ করবো কেন?	৭৭
দাওয়াত ও তাবলিগ	৭৮
খাবার খাওয়ানো	৭৯
ইন্তেখারার নামাজ	৮৩
কোনো এতিমের খোঁজখবর নেওয়া বা তার দায়িত্ব নেওয়া	৮৬
তোমার বাড়ি	৮৮
ইলম অর্জন করা	৯০
পত্র-পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম	৯২
অভিজ্ঞতা	৯৪
সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ	৯৫
সিজদাহ	৯৭
শরঈ ইলম প্রচার করা	৯৮
মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা	১০০
সদকায়ে জারিয়াহ	১০২
আজানের উত্তর দেওয়া	১০৬
সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া	১০৭
পরিশিষ্ট	১০৯

অনুবাদের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্ধারিত একটা সময়ের জন্য আমাদের এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আর তা হলো আমরা যেন জীবনের সেই নির্দিষ্ট সময়টুকু সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ব্যয় করি। অর্থাৎ আমরা আমাদের ইহজগত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কাজে ব্যয় করি। বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা পরজগতে আমাদের জান্নাত দান করবেন।

কিন্তু আমরা দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে দূরে থাকছি। জীবনের মহা মূল্যবান সময়গুলো ব্যয় করছি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের বাইরে। আর এতে আমরা দুনিয়ার সামান্য ভোগ-বিলাস উপভোগ করলেও আখেরাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি পুরোপুরি।

আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটা সময় এবং প্রতিটা মুহূর্ত রবের আনুগত্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করতে পারি; সেই লক্ষ্যেই আরববিশ্বের বিখ্যাত দাঈ শাইখ আবদুল মালিক আল কাসিম দা. বা. রচনা করেছেন ‘মা-যা তাফআলু ফি আশরি দাকাইক’ নামক একটি অমূল্য কিতাব। বক্ষ্যমাণ বইটি শাইখের উক্ত কিতাবেরই ভাবানুবাদ। যা ‘দশ মিনিটের আমল’ নামে ‘হাসানাহ পাবলিকেশন’ আপনাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! আমরা মানুষ। আমরা ভুলের উর্ধ্বে নই। সুতরাং এই কিতাবেও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই আপনাদের প্রতি অনুরোধ, ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদেরকে জানালে আমরা পরবর্তীতে সেগুলো ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই সামান্য শ্রমটুকু কবুল করেন। একে আমাদের নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন !

রাশেদুল আলম
১৮/৩/২০২০ ইং
সকাল ১০ টা ২৩ মিনিট

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী ‘সর্বোত্তম আমল হলো, যা পরিমাণে অল্প হলেও ধারাবাহিকভাবে করা হয়’ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি এই রচনাটি তৈরি করেছি।

আমি যখন নিজের অবস্থা এবং অন্যদের অবস্থার দিকে গভীরভাবে লক্ষ করেছি তখন আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, আমরা সময় নষ্ট করছি এবং সময় থেকে যথাযথ ফায়দা গ্রহণ করতে পারছি না বা করছি না। তাই নফসকে আল্লাহর ইবাদতের ওপর তরবিত করা এবং ধীরে ধীরে খুব সহজে নফস যেন আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেই লক্ষ্যেই এখানে এমন কিছু আমলের বিষয় একত্র করেছি, যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে সময় থেকে পূর্ণ ফল সংগ্রহ করতে পারব এবং সময়কে গনিমত হিসেবে ব্যবহার করতে পারব ইনশাআল্লাহ। অন্যদিকে আমি প্রতিটি আমলের শুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল পেশ করেছি।

কল্যাণের আমল অনেক। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাতের দিকে চলার পথও অনেক। আমি এখানে এমন কিছু প্রসিদ্ধ আমলকে একত্র করেছি, যা আমাদেরকে সময় থেকে পূর্ণ ফায়দা অর্জন করতে গাইড হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

এই পুস্তিকা রচনার দ্বারা এসকল আমলকে একত্র করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, এসকল আমলের মাধ্যমে আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে সময়ের হেফাজত করতে পারি এবং সময় থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করতে পারি।

অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে, এই যে আমরা প্রাথমিকভাবে দশ মিনিট দশ মিনিট করে সময় নির্ধারণ করলাম, এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা এই আমলকে এই দশ মিনিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলব। বরং এর উদ্দেশ্য হলো এভাবে আমরা আমলের ওপর অভ্যস্ত হয়ে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে ব্যয় করব এবং আমাদের জীবনের একটি

মুহূর্তও যেন আল্লাহর আনুগত্যের কাজ থেকে খালি না যায়, সে বিষয়ে পূর্ণ যত্নবান হবো।

আল্লাহ তাআলার নিকট বিগলিত হৃদয়ের করুণ মিনতি। হে আল্লাহ ! আমাদের এই সামান্য শ্রমটুকু কবুল করুন। সমস্ত ভুল ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিন। সকলকে আপনার আনুগত্যের নিরাপদ মহাসড়কের পথিক বানান এবং সময়ের টুকরো অংশগুলোকে আমাদের পরকালের রসদ বানান। আমিন।

সময় কী ?

প্রিয় ভাই! মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে 'সময়' নিয়ে তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। একেবারে অল্প কিছু মানুষ সময়ের মূল্য বুঝতে পারলেও বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু সময়ের মূল্য বুঝে না। সময় সম্পর্কে তারা একেবারেই বেখবর, উদাসীন। তারা সময় নষ্ট করে অনর্থক কাজে। কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই।

সময় সদা চলমান। বয়ে চলে আপন গতিতে। বিরামহীনভাবে। আপন শক্তিতে বলীয়ান এসময়ের কাঁটা। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেও এক মুহূর্ত সময় ধরে রাখতে পারবে না। থামিয়ে দিতে পারবে না তার গতিপথ। তুমি চাইলে দেখতে পারো, তবে তুমি ব্যর্থ হবে। সময় আর সম্পদের মধ্যে এক দিক থেকে চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন সম্পদ সংরক্ষণ করতে হলে তার জন্য প্রচণ্ড রকম আগ্রহী হতে হয়, হাজারো কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়, অন্য সব খেয়াল ছেড়ে সম্পদ জমা করার পিছনে লেগে থাকতে হয়; সময়ও ঠিক তেমনই। তবে এক দিক থেকে এ-দুয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সম্পদ জমা করলে জমা হয়। বাড়তে থাকে। কিন্তু সময় ফুরিয়ে যায়। জমা হয় না। চলছে তো চলছেই। আপন গতিতে। ক্লাস্তিহীন। তবে ভালো হোক বা মন্দ, সময় থেকে অর্জিত আমলের প্রতিদান জমা থেকে যায় আখেরাতের জন্য।

দুনিয়াতে মানুষের সময় নির্ধারিত। তার জীবনের ছক একটা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। যতটুকু সময় মানুষের জীবনের জন্য নির্ধারিত তার থেকে এক মুহূর্তও হেরফের হবে না। ঠিক সেখানে গিয়েই তার জীবন-ঘড়িটা থমকে দাঁড়াবে। ঠিক সময়ে তার মৃত্যু আসবে। এক সেকেন্ডও এদিক-সেদিক হবে না।

মানুষের জীবনটা কেবল তখনই দামি হবে যখন সে তার জীবনকে সঠিক ও নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। বুঝতে পারবে সময় কী? এবং সে তার জীবনের মহা মূল্যবান সময়কে সুন্দর ও সঠিক পন্থায় ব্যবহার করবে।

সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই তোমাকে প্রথমে জানতে হবে, তুমি আসলে সময়টাকে কোথায় ব্যয় করবে? এবং কীভাবে ব্যয় করবে? তোমাকে জানতে হবে, সময় ব্যয়ের সঠিক খাত কোনটি? এবং তা ব্যয়ের পদ্ধতি কী? তুমি যদি সময় ব্যয়ের সঠিক স্থান এবং সঠিক পদ্ধতি না জানো; তাহলে তা ভিন্ন খাতে, ভুল পথেই প্রবাহিত হবে।

এবার তাহলে জানা যাক সময় ব্যয়ের সঠিক খাত ও পথ কোনটি?

সময় ব্যয়ের একমাত্র সঠিক ক্ষেত্র হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কাজে তা ব্যয় করা। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ব্যতীত অন্য সকল পথই হলো ভুল ও ভ্রান্ত। কেউ যদি সঠিক খাত ব্যতীত অন্য খাতে সময় ব্যয় করে, তাহলে অবশ্যই তাকে এজন্য লজ্জিত হতে হবে। আফসোস করতে হবে অনন্তকাল। কিন্তু সে সময় লজ্জা আর আফসোস তার কী কাজে আসবে?

সুতরাং হে ভাই! তুমি তোমার টার্গেট ঠিক করে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করো। সঠিক খাতে, সঠিক কাজে সময় ব্যয় করো এবং ব্যয় করতে থাকো। তবে সাবধান! এক মুহূর্ত সময়ও যেন নষ্ট না হয়। ভুল খাতে ব্যয় না হয়। যদি হয়, তাহলে ওই-যে বললাম, লজ্জিত হতে হবে। আফসোস করতে হবে। কিন্তু তখন লজ্জা আর আফসোস কি কাজে আসবে বলো?

প্রিয় ভাই!

মানুষ যেন তার দৈনন্দিন জীবনে আমলের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যায়, এই লক্ষ্যেই এই দশ মিনিটকে ভাগ করেছি। যাতে করে মানুষ আমলের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ব্যয় হয়। কারণ সর্বোত্তম আমল হলো সেটাই যা অল্প হলেও স্থায়ী হয়। যেমন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

‘আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যা অল্প কিন্তু স্থায়ী।’

ইমাম নববি রহ. বলেন, এই হাদিসে স্থায়ী এবং দায়েমি আমলের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। নিয়মিত অল্প আমল অনিয়মিত বেশি আমলের চেয়ে উত্তম। কারণ অল্প হলেও আমল যদি স্থায়ী এবং ধারাবাহিক হয় তাহলে তোমার আনুগত্যও স্থায়ী এবং ধারাবাহিক হবে। এই ধারাবাহিক অল্প আমলই জমা হতে হতে এক সময় পরিমাণে অনেক হবে এবং তা বিচ্ছিন্ন অনেক আমলের চেয়েও বেশি হবে।

আমি তোমাকে এর বাস্তব একটা উদাহরণ দিই, তুমি যদি দৈনিক দশ মিনিট তাসবিহ পড়ার ওপর অভ্যস্ত হও এবং এতে তুমি ১০০ বার তাসবিহ পড়, তাহলে একবার খেয়াল করেছ কি এক বছরে তোমার তাসবিহের পরিমাণ কত হবে? এক বছরে তোমার তাসবিহের পরিমাণ হবে ৩৬৫০০ বার। প্রিয় ভাই! তুমি কি কখনো ৩৬৫০০ বার তাসবিহ পড়েছ? হোক সেটা এক বছর

বা দুই বছরে? হয়তো-বা এটা তোমার জন্য সম্ভবও হবে না। তবে তুমি যদি দৈনিক ধারাবাহিকভাবে আমল করো, সময়ের সঠিক ব্যবহার করো; তাহলে অতি সহজেই তুমি এই পরিমাণ তাসবিহ আদায় করতে পারবে।

একই কথা কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেও। আচ্ছা তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, তুমি কি রমজান মাস ব্যতীত কুরআন খতম করতে পারো? আচ্ছা তুমি কবে কুরআন খতম করেছিলে, মনে আছে কি তোমার? কিন্তু তুমি যদি দৈনিক মাত্র ১০ মিনিট করে কুরআন তেলাওয়াত করতে এবং এই সময়ে মাত্র ৫ পৃষ্ঠা করে পড়তে, তাহলে তোমার কিন্তু ১২০ দিনে এক খতম হয়ে যেত। এক বছরে ৪ খতম।

তুমি যদি হাফেজ না হয়ে থাকো তাহলে তোমাকে বলছি-তোমার প্রবল ইচ্ছা আছে কুরআন হেফজ করার। কিন্তু তুমি পারছ না। কারণ তোমার সময় নেই। তুমি খুবই ব্যস্ত মানুষ। এবার তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, তুমি কি তোমার এই ব্যস্ততার মধ্য থেকে মাত্র দশটা মিনিট সময়ও বের করতে পারবে না? মানুষ যত ব্যস্তই হোক না কেন, সারা দিনের মধ্যে দশ মিনিট সময় বের করা তার জন্য কোনো ব্যাপার-ই না। তুমি ফজরের পর, জোহরের পর, আসরের পর বা ঘুমের পূর্বে মাত্র দশটা মিনিট সময় বের করো এবং শুরু করে দাও কুরআন মুখস্থ করা। তুমি দৈনিক মাত্র এক বা দুই আয়াত করে মুখস্থ করো; তাহলে ৮ বছরের মধ্যেই তোমার কুরআন মুখস্থ হয়ে যাবে। হাফেজে কুরআনদের অভিজাত তালিকায় তোমার নাম উঠবে। কিন্তু তোমাকে কাজটা করতে হবে ধারাবাহিকভাবে।

কেউ যদি আল্লাহ তাআলার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে তার সামনের দরজা খোলা। সে তার জীবনের সময়কে দশ মিনিট দশ মিনিটে ভাগ করে নিক এবং ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লেগে যাক। দেখবে তার পূর্ণ জীবনটাই আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যময় হয়ে যাবে। আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, এক লোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন মানুষ সবচেয়ে উত্তম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং নেক আমল করেছে। সে আবার বলল, কোন লোক সবচেয়ে খারাপ? তিনি বললেন, যার জীবন দীর্ঘ হয়েছে কিন্তু আমল খারাপ হয়েছে।

সুতরাং হে ভাই ও বোন! তুমি যদি এভাবে দশ মিনিট করে তোমার জীবনের সময়গুলোকে ভাগ করে নাও এবং ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগিতে রত হও, তাহলে স্থায়ী এবং দায়েমি আমলের স্বাদ পাবে। সময় থেকে পূর্ণ ফায়দা নিতে পারবে। তোমার পূর্ণ জীবনটা ইবাদতময় ও কল্যাণকর হয়ে ওঠবে।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আমি মানব এবং জিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।’ এই বাণীর মুওয়াফেক হতে পারবে।^২

ইবনে কাইয়ুম রহ. বলেছেন, মোটকথা, বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার জীবনের সময়গুলো তখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। এভাবেই সময় নষ্ট করতে করতে একসময় তার সামনে সেই দিনটি চলে আসবে যখন তাকে বলতে হবে “হায় আফসোস! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম!”

২ সূরা জারিয়াত: ৫৬

আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য

বর্তমানে আমাদের যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? বা আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? তাহলে আমাদের অনেকেই হয়তো এই উত্তর দিবে যে, আমরা প্রাকৃতিকভাবে এই পৃথিবীতে এসেছি। সুতরাং কীভাবে ভালো গাড়ি-বাড়ি করা যায়, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যে কীভাবে জীবন কাটানো যায়! এ-ই আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আসলে তাদের এই চিন্তা-চেতনা আর কাফের মুশরিক ও চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের চিন্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ কাফের-মুশরিক আর চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের ভাবনা হলো, কেবল খাওয়াদাওয়া আর আনন্দ-ফুর্তি করে দুনিয়াকে উপভোগ করা। এজন্য তারা হালাল হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ
مَثْوًى لَهُمْ

আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।^৩

আসলে এটা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য তো অনেক মহান। আর তা হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিনজাতি সৃষ্টি করেছি।^৪

৩ সূরা মুহাম্মদ: ১২

৪ সূরা জারিয়াত: ৫৬

ইমাম নববি রহ. বলেন, এই আয়াতে একেবারে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং মানুষের উচিত তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি পুরোপুরিভাবে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার পিছনে না পড়া। কারণ এই দুনিয়া নিশ্চিত ধ্বংসশীল। এখানে চিরকাল থাকার কোনোই সুযোগ নেই। এটা অতিক্রমের বাহন মাত্র, অবস্থান বা বিশ্রামের জায়গা নয়।

নির্বাচিত বার্তা

দুনিয়া অতিক্রমের বাহন মাত্র, অবস্থান বা বিশ্রামের
জায়গা নয়।

সালাতুদ দুহা বা চাশতের নামাজ

সূর্য স্পষ্টভাবে উদিত হওয়ার কিছু সময় পর থেকে নিয়ে দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে-কোনো সময় দুই রাকাত, চার রাকাত বা তার চেয়ে বেশি সালাত আদায় করাকে সালাতুদ দুহা বা চাশতের নামাজ বলা হয়। তবে এর জন্য উত্তম সময় হলো সূর্যের তাপ যখন প্রখর হয় তখন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

صَلَاةُ الْوَايَيْنِ إِذَا رَمَضَتِ الْفَصَالُ .

আওয়াবিনের সালাতের সময় হলো যখন উট-শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি গরম হয়ে যায়)।^৫

ভালোভাবে অজু করে দুই বা চার রাকাত সালাত আদায় করতে তোমার দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু এর ফজিলত অনেক। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুদ দুহা আদায় করতেন এবং তিনি এই সালাত আদায় করতে আদেশ করেছেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ .

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুহার সালাত চার রাকাত আদায় করতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশিও পড়তেন।^৬

৫ সহিহ মুসলিম: ১৬২০

৬ সহিহ মুসলিম: ১৫৩৮

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بِصِيَامٍ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ .

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা, চাশতের দুই রাকাত সালাত আদায় করা এবং নিদ্রা যাওয়ার আগে যেন আমি বিতর সালাত আদায় করে নিই।^৭

প্রত্যেক অপেরই সদকা রয়েছে। সালাতুদ দুহা আদায়ের মাধ্যমে সমস্ত শরীরের পক্ষ থেকে সদকা আদায় হয়ে যায়। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ
تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى"

তোমাদের কেউ যখন ভোরে ওঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার ওপর একটি সদকা রয়েছে। প্রতিটি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতিটি আলহামদুলিল্লাহ সদকা, প্রতিটি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতিটি আল্লাহু আকবার সদকা, আমার বিল মাৰুফ (সৎকাজের আদেশ) সদকা, নাহি আনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) সদকা। অবশ্য চাশতের সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করা এসবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।^৮

প্রিয় ভাই! আমরা ইচ্ছা করলেই মাত্র দশ মিনিটের বিনিময়ে এই ফজিলত আদায় করতে পারি। আমাদের সমস্ত শরীরের পক্ষ থেকে সদকা আদায়

৭ সহিহ মুসলিম: ১৫৪৫

৮ সহিহ মুসলিম: ১৫৪৪

করতে পারি। এটা আমাদের কারো জন্যই কষ্টকর কিছু হবে না। শুধু মাত্র ইচ্ছা থাকলেই আমাদের প্রত্যেকেই এই ফজিলত হাসিল করতে পারি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের দুই ক্লাসের মাঝখানে এই সালাত আদায় করতে পারবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস শুরুর আগে। চাকুরিজীবীরা চাকুরিতে যাওয়ার আগে বা কোনো এক ফাঁকে মাত্র দশ মিনিটেরও কম সময়ে এই সালাত আদায় করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার ফাঁকে, অন্যান্য কর্মজীবীরা তাদের কাজের ফাঁকে। বাড়িতে থাকা মা-বোনদের জন্য তো এই সালাত আদায় করা আরো সহজ।

সুতরাং হে ভাই ও বোন! আপনি আজ থেকেই আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে সালাতুদ দুহা আদায় শুরু করুন।

নির্বাচিত বার্তা

প্রত্যেক অঙ্গেরই সদকা রয়েছে। সালাতুদ দুহা আদায়ের মাধ্যমে সমস্ত শরীরের পক্ষ থেকে সদকা আদায় হয়ে যায়।

কুরআনুল কারিম হলো মহান আল্লাহ তাআলার বাণী। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কিতাব। স্পষ্ট নূর। এর মধ্যে রয়েছে মানব জাতির জন্য হেদায়েত এবং শিফা বা মানুষের অসুস্থ অন্তরের জন্য আরোগ্য। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানবকুল! তোমাদের কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়। হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।^৯

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।^{১০}

আহ! আমাদের ওপর কত দীর্ঘ সময় চলে যায় কিন্তু আমরা কুরআনের সংস্পর্শে আসি না। কুরআন তেলাওয়াত করি না। কুরআন নিয়ে গবেষণা করি না। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন কুরআনকে পরিত্যাগ করতে।

৯ সূরা ইউনুস: ৫৭

১০ সূরা আল ইসরা: ৮২

অথচ আমরা যদি কুরআনুল কারিম তেলাওয়াতে দৈনিক দশটি মিনিট সময় ব্যয় করি; তাহলে মাত্র ১২০ দিনের মধ্যে আমাদের কুরআন খতম হবে। দশ মিনিটের মধ্যে আপনি কমপক্ষে পাঁচ পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করতে পারবেন। আর এতে পূর্ণ কুরআন খতম হতে মাত্র ১২০ দিন লাগবে। ১ বছরে ৪ খতম। ২৫ বছরে ১০০ খতম। প্রিয় ভাই এভাবে কখনো ভেবে দেখেছেন কি?

এবার চিন্তা করুন, আপনি যদি আরেকটু সতর্ক হোন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আজানের সাথে সাথে মসজিদে চলে যান এবং প্রতি নামাজের পূর্বে দশ মিনিট করে কুরআন তেলাওয়াত করেন, তাহলে দৈনিক ২৫ পৃষ্ঠা তেলাওয়াত হবে। আর এক খতম পড়তে ২৪ দিনের মতো সময় লাগবে। ১ বছরে হবে ১৫ খতম। ১০ বছরে ১৫০ খতম।

আহ! শুধুমাত্র একটু সতর্কতার অভাবে কত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা। হাদিস শরিফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ
أَمْثَلِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا م حَرْفٌ
وَمِيمٌ حَرْفٌ

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার জন্য একটি নেকি লেখা হবে। আর একটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি এ কথা বলি না যে, (الم) একটি হরফ। বরং আলিফ (ألف) একটি হরফ। লাম (لام) একটি হরফ। মীম (ميم) একটি হরফ।”

আরেক হাদিসে এসেছে, আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " اقْرَءُوا
الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا
الزَّهْرَاوِينَ الْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَانَهُمَا غَيَّيَتَانِ أَوْ كَانَهُمَا
فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرُءُوا
سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَهٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلَا
تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ " . قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ
السَّحَرَةُ

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে
শুনেছি, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। কেননা,
কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য
সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা আলোকময়
সমুজ্জ্বল দুই সুরা তথা সুরা বাকারা ও আলে ইমরান
তিলাওয়াত করবে। কেননা, এ দুটি সুরা কিয়ামতের
দিনে উপস্থিত হবে যেন সে দুটি ‘গামামা’ কিংবা (তিনি
বলেছিলেন) সে দুটি ‘গায়ায়া’ (মেঘ) কিংবা যেন সে দুটি
ডানা বিস্তারকারী দুটি পাখির ঝাঁক যারা তাদের
তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে সাহায্যকারী হবে। তোমরা
সুরা বাকারা তিলাওয়াত করবে। কেননা, তা তিলাওয়াত
করাতে বরকত রয়েছে। এবং তা বর্জন করা
আফসোসের। কারণ বাতিলপন্থিরা তার সাথে কুলিয়ে
উঠতে পারবে না। (সনদের মধ্যবর্তী রাবি) মুআবিয়া
রদি. বলেন, আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে,
‘বাতালা’ (বাতিলপন্থিরা) অর্থ হলো যাদুকর।^{১২}

প্রিয় ভাই! আমরা কিন্তু এভাবে চেষ্টা করলে কুরআনের হাফেজও হতে
পারি। আপনি যদি দৈনিক মাত্র দশ মিনিট সময় কুরআনুল কারিম হিফজ
করার পিছনে ব্যয় করেন। আর দৈনিক দুই আয়াত করে মুখস্থ করেন,
তাহলে এক মাসে আপনি ৬০ আয়াত মুখস্থ করতে পারবেন। আর বছরে
৭৩০ আয়াত। এভাবে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে আপনার সময় লাগবে ৮
বছরের মতো। আর যদি দৈনিক ৪ আয়াত করে মুখস্থ করেন, তাহলে ৪
বছর। ৬ আয়াত করে মুখস্থ করলে ৩ বছর। ৮ আয়াত করে মুখস্থ করলে

আপনি মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ে পূর্ণ কুরআন হিফজ করতে পারবেন। এখন সিদ্ধান্ত আপনার। ভেবে দেখুন, আপনি কী করবেন? হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ

تَرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَزْلِكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا

কেয়ামতের দিন কুরআনের বাহককে বলা হবে, তুমি পড়তে থাকো এবং আরোহণ করতে থাকো। তারতিলের সহিত পড়া যেমনিভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সহিত পড়তে। তোমার পড়া যেখানে শেষ হবে, সেখানেই তোমার সর্বোচ্চ স্তর হবে।^{১৩}

আমি একজনকে চিনি, যে-দৈনিক ৩ আয়াত করে মুখস্থ করা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিল এবং আল্লাহর রহমতে ৮ বছরের মধ্যে সে হাফেজে কুরআন হয়ে গেছে। সুতরাং হে ভাই! তোমার হিম্মত আজ কোথায়? তুমি আজ থেকেই হিম্মত করো যে, তুমি হাফেজে কুরআন হবে এবং দৈনিক মাত্র দুই বা তিন আয়াত করে মুখস্থ করা শুরু করো। একটি ছোট পকেট সাইজের কুরআন কিনো। সর্বদা সেটা তোমার সাথে রাখো। একটু সুযোগ পেলেই সেটা খুলে পড়তে শুরু করো। চলতে ফিরতে, বাড়িতে বসে কুরআন পড়া এবং মুখস্থ করো। ইনশাআল্লাহ তুমিও পারবে হাফেজ হতে এবং তোমার নাম লিপিবদ্ধ হবে হাফেজে কুরআনদের নূরানী কাফেলায়।

দাউদ আত-তাজি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রুটির স্বাদ গ্রহণ করবেন না? তখন তিনি বললেন, রুটি আর রুটির টুকরা চিবাতে যে সময় ব্যয় হবে তাতে আমি কুরআন থেকে পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করতে পারি।

নবীজির ﷺ প্রতি দুরূদ পড়া

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ করার মধ্যে অনেক সওয়াব ও ফজিলত রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।^{১৪}

নবীজির প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করেন। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।^{১৫}

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, যারা আমাদের দুরূদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন। এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي
السَّلَامَ

১৪ সূরা আহযাব: ৫৬

১৫ সহিহ মুসলিম: ১/২৮৮

নিশ্চয় জমিনে বিচরণকারী আল্লাহ তাআলার অনেক
ফেরেশতা রয়েছেন; যারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে
আমার নিকট সালাম পৌঁছে দেয়।^{১৬}

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ না পড়াটা অনেক বড়
কৃপণতা এবং যেই মজলিসে তাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করা হয় না, সেই মজলিস
তাদের জন্য লজ্জা ও আফসোসের কারণ হবে। যেমন হাদিস শরিফে
এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

ঐ ব্যক্তি বখিল ও কৃপণ যার নিকট আমার আলোচনা
করা হয় কিন্তু সে আমার ওপর দুরূদ পাঠ করে না।^{১৭}

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ
نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ
لَهُمْ

কোনো সম্প্রদায় যখন মজলিসে বসে এবং তারা তাতে
আল্লাহকে স্মরণ করে না এবং তাদের নবীর ওপর দুরূদ
পড়ে না সেই মজলিস তাদের ওপর আফসোস ও লজ্জার
কারণ হবে। অতপর আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদেরকে
শাস্তি দেবেন আবার তিনি চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে
দেবেন।^{১৮}

সুতরাং হে ভাই! হে বোন! তুমি বেশি বেশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠ করো। নিজের জন্য কমপক্ষে দশটা মিনিট
নির্ধারণ করো যখন তুমি প্রিয় নবীজির প্রতি দুরূদ পাঠ করবে। ফজরের
সালাতের পর, সকালের আযকার শেষ করে কিছু সময় নবীজির প্রতি দুরূদ

১৬ সহিহুন নাসাঈ: ১/২৭৪

১৭ তিরমিযি: ৩/৩৮৩

১৮ তিরমিযি: ৩/১৪০

পড়ো। চলতে ফিরতে গাড়িতে বসে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে নবীজির প্রতি দুরূদ পাঠ করো। ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে দুরূদ পড়ো। দুরূদ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাও এবং দুরূদ পড়তে পড়তে ঘুম থেকে ওঠো। এতে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি খুশি হবেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ভালোবাসবেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাকে কাউসার পান করাবেন এবং তোমার জন্য সুপারিশ করবেন।

আমরা কীভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পড়বো সে বিষয়টিও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। অনেক প্রকারের দুরূদ আছে নিম্নে তোমার জন্য দুরূদে ইবরাহিম তুলে দেওয়া হলো।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ

অর্থ : হে আল্লাহ ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় এবং সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ ! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করুন, যেমনিভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় এবং সম্মানের অধিকারী।

জানাযার নামাজে শরিক হওয়া

কোনো মুসলমান ইন্তেকাল করলে, ইসলাম জানাযার নামাজের বিধান দিয়েছে। জানাযার নামাজ আদায় করা ফরজ। এটা জীবিত মানুষদের ওপর

মৃত ব্যক্তির হক। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি, ১. সালামের জওয়াব দেওয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া, ৩. জানাযায় অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা ৫. হাঁচির উত্তর দেওয়া।^{১৯}

তবে তা ফরজে আইন নয় ফরজে কিফায়া। যদি এলাকাবাসীর মধ্য থেকে কেউ মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করে, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। সকলেই দায়মুক্ত হবে। তবে যদি কেউই তা আদায় না করে, তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যদিও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কেউ একজন জানাযার নামাজ আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে ফরজ আদায়ের ভারমুক্ত হয়। কিন্তু যারা এই নামাযে অংশগ্রহণ করবে, জানাযার নামাজ আদায় করবে; তাদের জন্য রয়েছে অনেক অনেক সওয়াব। হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোনো মুসলমানের জানাযায় অনুগমন করে এবং তার জানাযার

নামাজ আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কিরাত হলো উহুদ পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।^{২০}

কিন্তু আমরা অনেকেই জানাযার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে গুরুত্ব দিই না। একরকম পাশ কাটিয়ে যাই জানাযার নামাজ থেকে। অনেক সময় মসজিদে যাই ফরজ নামাজ আদায় করতে, মসজিদে ঘোষণাও হয় ‘নামাজের পর জানাযা আছে’। কিন্তু আমরা জানাযায় শরিক না হয়ে চলে আসি। এটা ঠিক না। আপনি জানাযায় শরিক হোন। কতটুকু সময় লাগবে? বড়জোর দশ মিনিট? তাহলে কেন অবহেলা করছেন? নিজেকে বঞ্চিত করছেন, এক কিরাত বা দুই কিরাত সওয়াব থেকে? এই হাদিস জানার পর পিছনের ছুটে যাওয়া জানাযার নামাজের জন্য ইবনে উমর রা. তো আফসোস করেছেন।

সুতরাং হে ভাই! আসুন আমরা দশ মিনিট সময় ব্যয় করে জানাযার নামাজে শরিক হই এবং আখেরাতের পাথেয় হিসেবে অর্জন করি এক কিরাত বা দুই কিরাত সওয়াব। এক কিরাতের পরিমাণ উহুদ পাহাড়ের সমান সওয়াব।

আল্লাহর জিকির

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, ‘মাছের জন্য পানি যেমন, অন্তরের জন্য জিকির তেমন’। পানিবিহীন মাছের অবস্থা কেমন হবে? নিশ্চয় সে বাঁচবে না। মরে যাবে। ঠিক তেমনই অবস্থা হয় জিকিরবিহীন অন্তরের। জিকিরবিহীন অন্তর প্রাণহীন। মৃত।

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ
وَالْمَيِّتِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জিকির করে আর যে তাঁর জিকির করে না, তাদের উপমা হলো, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।^{২১}

পবিত্র কুরআনে এবং সহিহ হাদিসে জিকিরের অনেক ফজিলত ও গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো (জিকির করো)। এবং সকাল-বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। তিনিই তোমাদের প্রতি রহম করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও রহমতের দোয়া করেন অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।^{২২}

২১ বুখারি, কিতাবুদ দাওয়াত: ৬৪০৭, মুসলিম, কিতাবুল মুসাফিরিন: ৭৭৯

২২ সূরা আহযাব: ৪১-৪৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী পুরুষ এবং
নারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন
অফুরন্ত ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার।^{২৩}

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয় আসমান-জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে
জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।^{২৪}

হাদিস শরিফে এসেছে, আবু দারদা রা. সূত্রে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَلَا أُنبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ
وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا
أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ . قَالُوا بَلَى . قَالَ " ذِكْرُ اللَّهِ
تَعَالَى "

আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে সংবাদ
দেবো না? তোমাদের মালিকের নিকট যা সর্বাধিক পবিত্র,
যা তোমাদের মর্যাদাকে সর্বাধিক বৃদ্ধি করে দেয়! স্বর্ণ ও
রূপা দান করার চেয়েও তোমাদের জন্য উত্তম! শত্রুর
মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করার চেয়েও উত্তম যখন তোমরা
তাদের গর্দানে আঘাত করো এবং তারা তোমাদের

২৩ সূরা আহযাব: ৩৫

২৪ সূরা আল ইমরান: ১৯০

গর্দানে আঘাত করে? তারা বলল (উপস্থিত সাহাবায়ে
কেরাম রা. বললেন), নিশ্চয় বলবেন হে আল্লাহর রাসুল!
তিনি বললেন, তা হলো আল্লাহ তাআলার জিকির । ২৫

অন্য হাদিসে এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
'আল্লাহর জিকিরের তুলনায় অন্য কোনো আমল তাকে জাহান্নামের আযাব
থেকে রক্ষা করে না।'

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন—

يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ
يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ
ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ
مَنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا،
تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণা
মোতাবেক তার সাথে আচরণ করি। সে যখন আমার
জিকির করে, আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে
আমার জিকির করে, আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ
করি। সে যদি মজলিসে মানুষের সামনে আমার জিকির
করে, আমিও তারচে উত্তম মজলিসে তাকে স্মরণ করি।
সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে, আমি তার
দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক
হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ
পরিমাণ অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেঁটে আসলে
আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। ২৬

প্রিয় ভাই! তুমি কি চাও না সর্বোত্তম আমলকারী হতে? তুমি কি চাও না
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে? তুমি কি চাও না আল্লাহ তাআলা

২৫ তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত: ৩৩৭৭। ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদাব: ৩৭৯০

২৬ সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ: ৭৪০৫। সহিহ মুসলিম, কিতাবুজ জিকির: ২৬৭৫)

সর্বদা তোমার সাথে থাকুন, তুমি সর্বদা তাঁর সাহায্য পাও? তুমি যদি মন থেকেই এগুলো চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার জিকির করতে হবে। আর এজন্য তুমি কমপক্ষে দশ মিনিট সময় নির্ধারণ করো যখন তুমি একান্তে আল্লাহ তাআলার জিকির করবে। তুমি তোমার রবকে একান্তে ডাকবে। তাঁর সাথে একান্তে প্রাণভরে কথা বলবে সেই দশ মিনিট সময়ে।

সকাল সন্কার আমলগুলো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে নির্ধারিত জিকিরগুলো, ঘুমানোর পূর্বের জিকিরগুলো ছাড়াও প্রতিটি কাজের শুরু-শেষের মাসনুন দোয়াগুলোও কিন্তু জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং তুমি যখন একাকি চলতে থাকো, গাড়িতে বসে থাকো, বিছানায় শুয়ে থাকো, সকাল-বিকাল পার্কে, বাগানে বিংবা নদীর তীরে হাঁটতে থাকো; তখন তুমি তোমার রবকে স্মরণ করো, তাঁর জিকির করো। তুমি সর্বদাই তোমার রবকে স্মরণ করবে। তাঁর জিকির করবে। তাহলে তোমার রব তোমাকে ভালোবাসবেন। তাঁর নৈকট্য দান করবেন। রবের নৈকট্য লাভের চেয়ে দামি কিছু কি আছে, ইহকালে বা পরকালে?

নির্বাচিত বাণী

জিকিরবিহীন অন্তর

প্রাণহীন অন্তর।

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া

কিছু আমল এমন রয়েছে যেগুলো আদায় করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট এর প্রতিদান অনেক বেশি। আর সেই আমলগুলোর মধ্য থেকে একটি হলো আল্লাহ তাআলার তাসবিহ, তাহমিদ এবং তাহলিল পড়া অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। এর ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদিস পেশ করছি। যেগুলো থেকে আমরা খুব সহজেই আল্লাহ তাআলার তাসবিহ, তাহমিদ এবং তাহলিলের ফজিলত সম্পর্কে জানতে পারবো।

তাসবিহ তথা সুবহানাল্লাহ বলার ফজিলত সম্পর্কিত হাদিস। মুসআব ইবনু সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন—

أَيُعِجُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ .
فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ
حَسَنَةٍ قَالَ " يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ
أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ .

তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকি অর্জন করতে সক্ষম? তখন সেখানে উপবিষ্টদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী বলল, আমাদের কেউ কীভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করতে পারবে? তিনি বললেন, যে একশত বার তাসবিহ (سبحان الله) পাঠ করবে, তার জন্য এক হাজার নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে।^{২৭}

সুবহানাল্লাহ (سُبْحَانَ اللَّهِ) খুবই সহজ এবং ছোট একটি কালিমা। এই কালিমাটি পড়তে কোন কষ্ট হয় না এবং তেমন সময়ও ব্যয় হয় না। তুমি এক মিনিটে ৮০ বার এই কালিমাটি পড়তে পারবে আর দশ মিনিটে ৮০০ বার। একশত বার এই কালিমা পড়ার মাধ্যমে তোমার এক হাজার নেকি হবে এবং এক হাজার গুনাহ মাফ হবে। তাহলে তুমি যদি দৈনিক মাত্র দশ মিনিট এই কালিমার ওপর আমল করো; তাহলে তোমার আট হাজার নেকি হবে এবং আট হাজার গুনাহ মাফ হবে। সুবহানাল্লাহ! এমন সুবর্ণ সুযোগ কি তুমি হাতছাড়া করতে চাইবে!? আমার বিশ্বাস নির্বোধ না হলে এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করবে না। করতে চাইবে না।

তাসবিহ ও তাহমিদের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিস, জুওয়ায়রিয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ "مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا". قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتُهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ".

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুষে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। যখন তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন তখন তিনি সালাতের জায়গায় ছিলেন। এরপর তিনি সালাতুদ দুহার পরে ফিরে এলেন। তখনও তিনি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম তুমি সেই অবস্থায়ই আছো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি। তুমি এতক্ষণ যাকিছু পড়লে তার সাথে ওজন করা হলে এই কালিমা চারটির ওজনই বেশি হবে। কালেমাগুলো এই-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

‘আমি আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি
তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান, তাঁর সন্তুষ্টি, তাঁর আরশের
ওজনের পরিমাণ এবং তাঁর কালিমার সংখ্যার
পরিমাণ।’^{২৮}

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ
إِلَى الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

দুটি কালিমা এমন রয়েছে যা উচ্চারণে সহজ ও হালকা
কিন্তু মিজানের পাল্লায় হবে অনেক ভারি আর দয়াময়
আল্লাহর নিকটও অনেক প্রিয়, তা হলো—

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

অন্য হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ বার سبحان الله وبحمده
বলবে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের
ফেনার মতো।^{২৯}

প্রিয় ভাই! যেই কালিমা পাঠ করলে তোমার নেকির পাল্লা ভারী হবে,
তোমার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনার
মতো। তাহলে তুমি কেন সেই কালিমা পাঠ করবে না? তুমি কেন গুনাহ
মাফের ও নেকি অর্জনের এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে না? এ নিয়ে তো
তোমাদের পরস্পর প্রতিযোগিতা করা উচিত।

২৮ সহিহ মুসলিম: ৬৬৬৫

২৯ সহিহ বুখারি-৬৬৮২, সহিহ মুসলিম-২৬৯৪

তাহলিল তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ফজিলত-সম্বলিত হাদিস। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশ বার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলবে, তার দশ জন দাস আজাদ করার সওয়াব হবে। তার জন্য একশ নেকি লেখা হবে ও একশ গুনাহ মাফ করা হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তাকে মুক্ত রাখা হবে। সেদিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না। তবে যে তার চেয়ে বেশি আমল করেছে কেবল সেই তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে।^{৩০}

আবু মুসা রা. বলেন, আমি তাঁর (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পিছনে ছিলাম। তখন আমি বললাম, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভালো কাজের দিকে উদ্যোগী হওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই) তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের কোনো একটি ভান্ডারের সন্ধান দেবো না? তখন আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসুলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তুমি বলো, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো ভাল কাজের দিকে উদ্যোগী হওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাধ্য নেই)।^{৩১}

প্রিয় ভাই! একবার কি চিন্তা করে দেখেছো? তুমি যদি দৈনিক মাত্র একশ বার বলো—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩০ সহিহ বুখারি: ৪/৯৫, সহিহ মুসলিম: ৪/২০৭১

৩১ সহিহ বুখারি-৭৩৮৩, সহিহ মুসলিম-২৭০৪

তাহলে তোমার দশজন দাস আজাদ করার সওয়াব হবে। তোমার জন্য একশ নেকি লেখা হবে ও একশ গুনাহ মাফ করা হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তোমাকে মুক্ত রাখা হবে। সেদিন তোমার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না, তবে যে তোমার চেয়ে বেশি আমল করেছে; কেবল সেই তোমার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে আসতে পারবে। আচ্ছা এমন সুবর্ণ সুযোগও কি কেউ মিস করে বলো?

তাসবিহ তাহলিল ও তাকদিস সম্পর্কিত হাদিস। বুসায়রা, (ইনি মুহাজির মহিলাদের অন্যতম ছিলেন) রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ
وَالْتَهْلِيلِ وَالتَّقْدِيرِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَثَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ
مُسْتَنْظَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ ". قَالَ هَذَا حَدِيثٌ
غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هَانِيٍّ بْنِ عُثْمَانَ وَقَدْ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ هَانِيٍّ بْنِ عُثْمَانَ .

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পাঠ করবে। আর তা আগুলে গণনা করবে। কেননা এই আগুলগুলোকেও জিজ্ঞেস করা হবে, এদেরও কথা বলানো হবে। তোমরা উদাসীন হবে না, যদি হও তবে রহমতের বিষয়েও তোমাদের ভুলে যাওয়া হবে।^{৩২}

সুতরাং হে ভাই ও বোন! তুমি উদাসীন থেকে আল্লাহ তাআলার তাসবিহ, তাহমিদ ও তাহলিল আদায় করা থেকে বিরত থেকো না। তাহলে তো তুমি অনেক নেকি ও ফজিলত থেকে বঞ্চিত থাকবে। বরং তুমি দৈনিক কিছু সময় নির্ধারণ করো। হোক না তা মাত্র দশ মিনিট সময়। তুমি এতে তোমার মহান প্রতিপালকের তাসবিহ, তাহমিদ ও তাহলিল আদায় করো। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি অনেক খুশি হবেন এবং বিনিময়ে তোমাকে অনেক সওয়াব ও জান্নাত দান করবেন।

তাওবা ও ইস্তিগফার করা

তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে বান্দার পাপ ও অন্তরের পক্ষিতাগুলো দূর হয়। আর এতে বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে এই সম্পর্ক আরো গভীর হতে থাকে। এভাবে এক সময় বান্দা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাতে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে বলেন,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে।^{৩৩}

আল্লাহ তাআলা বলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।^{৩৪}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।^{৩৫}

তাওবা ও ইস্তিগফারের এত বিশাল ফজিলতের কারণে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈনিক অনেক অনেক বার তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। যদিও তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া

৩৩ সূরা জারিয়াত: ১৮

৩৪ সূরা জুমার: ৫৩

৩৫ সূরা ত্বাহা: ৮২

হয়েছিল তবুও তিনি আপন রবের দরবারে তাওবা ও ইস্তেগফার করতেন।
হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
তিনি বলেন-

وَاللّٰهُ اِنِّيْ لَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ
مَرَّةً

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি দৈনিক সত্তর বারের
বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা ও ইস্তেগফার
করি।^{৩৬}

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يا أيها الناس توبوا الى الله و استغفروه فاني أتوب اليه و
أستغفره في كل يوم مائة مرة

হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা ও
ইস্তেগফার করো। আর আমি দৈনিক আল্লাহ তাআলার
নিকট একশ বার তাওবা ও ইস্তেগফার করি।^{৩৭}

৩৬ সহিহ বুখারি, কিতাবুদ দাওয়াত: ৬৩০৭

৩৭ মুসনাদে আহমাদ: ৪/২৬০-২৬১, সিলসিলাতু আহাদিসিস সাহিহাহ: ৩/৪৩৫

সুযোগ আসামাত্রই তা কাজে লাগানো

ইবনে কাইয়ুম রহ. বলেছেন, মানুষের ইচ্ছা এবং সংকল্প সর্বদা স্থির থাকে না বরং দ্রুতই তাতে পরিবর্তন সাধিত হয়। সুতরাং তোমার সামনে যখনই কোনো নেক কাজের সুযোগ আসবে সাথে সাথে তুমি সেই সুযোগের সদ্যবহার করবে এবং সেই নেক আমলটি আদায় করে নেবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কোনো নেক আমল করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার পরও যদি সে তা না করে; তাহলে আল্লাহ তাআলা এজন্য তাকে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুত তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। ৩৮

ইমাম শাফি রহ. বলেছেন,

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون
ولا تغفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى يكون
তুমি তোমার জীবনকে নেক আমলের জন্য গনিমত হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ প্রতিটি স্পন্দনই এক সময় থেমে যাবে। সুতরাং জীবনের একটি মুহূর্তও নেক আমলের ক্ষেত্রে উদাসীন থেকো না। কারণ তুমি তো জানো না যে, তোমার জীবনের সমাপ্তি কখন ঘটবে।

শিশুদের আদর করা

ছোট শিশুদের আদর করা, তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলা, এবং তাদেরকে উত্তম পদ্ধতিতে সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ দেওয়া একটি ইবাদত। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটদের ভালোবাসতেন। আদর করতেন। মিষ্টি হেসে তাদের আগে সালাম দিতেন। হাদিস শরিফে এসেছে, ইয়ালা ইবনে মুররা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন—

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ
فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّةً هَا
هُنَا وَمَرَّةً هَا هُنَا، يُضَاجِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى
يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ،
أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنُ، سَيِّطَانٍ مِنَ
الْأَسْبَاطِ.

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আহারের এক দাওয়াতে রওয়ানা হলাম। তখন নজরে পড়ল হুসাইন রা. রাস্তায় খেলছেন। অমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত সকলের অগ্রগামী হয়ে তাঁর দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। শিশু হুসাইন তখন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে হাসাহাসি করতে করতে তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি তাঁর এক হাত তার চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথায় রাখলেন, তারপর তাকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; হুসাইন আমার,

আমি হুসাইনের। যে ব্যক্তি হাসান-হুসাইনকে ভালোবাসে
আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। তারা দুজন আমার নাতি।^{৩৯}

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْلُعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ فَيَرَى
الصَّبِيَّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ فِيهِشُّ إِلَيْهِ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইন রা. এর
জন্য তাঁর জিহ্বা বের করতেন, ছোট ছেলে জিহ্বার
লালিমা দেখে প্রফুল্ল হয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসতো।^{৪০}

অন্য হাদিসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْعَبُ زَيْنَبَ
بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا زَوِينَب، يَا زَوِينَب، مَرَارًا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতে
উম্মে সালামাকে নিয়ে খেলা করতেন আর বারবার তাকে
বলতেন, হে যুয়াইনাব! হে যুয়াইনাব! ^{৪১}

সুতরাং হে ভাই! আসুন ছোটদের ভালোবাসি। তাদের সাথে কোমল আচরণ
করি। তাদের দুরন্তপনায় বিরক্ত না হয়ে আদর করে কাছে টেনে নিই। ছোট
সময় থেকেই তাদের বিভিন্ন ইসলামি বিষয় শিক্ষা দিই। কারণ রাসুল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। হাদিস
শরিফে এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি
একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছিলাম, তখন
তিনি আমাকে বললেন-

يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ أَحْفَظَ اللَّهُ يَحْفَظُكَ أَحْفَظَ اللَّهُ
تَجِدُهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعِينِ

৩৯ আদাবুল মুফরাদ: ৩৬৫ (এবং তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদে হাদিসটি বর্ণিত
হয়েছে)

৪০ সিলসিলাতুস সহিহাহ, হাদিস নং ৭০

৪১ আহাদিসুস সহিহাহ ২৪১৪, সহিহুল জামে ৫০২৫

بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো (আল্লাহর সকল বিধানগুলো মেনে চলো), তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর বিধানের হেফাজত করো, তাহলে তুমি আল্লাহ তাআলাকে তোমার পাশে পাবে। তুমি কিছু চাইলে, তা আল্লাহ তাআলার নিকট চাও। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য চাও। ভালভাবে মনে রাখবে, পৃথিবীর সকল জাতি মিলে তোমার কোনো উপকার করতে চাইলে তারা ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর তারা সকলে মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। নিশ্চয় কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ মানুষের ভাল-মন্দ তাকদির নির্ধারণ হয়ে গেছে)।^{৪২}

প্রিয় ভাই ও বোন! ছোটদের দেখে ধমক না দিয়ে মিষ্টি হেসে তাদেরকে সালাম দাও এবং আদর করে তাদের কাছে টেনে নাও। তাহলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি খুশি হবেন এবং আমাদের ভালোবাসবেন।

দোয়া হলো নিজের দুর্বলতা, তুচ্ছতা এবং মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে মহান রবের দরবারে নিজের প্রয়োজন চাওয়া। দোয়া অনেক বড় একটি ইবাদত। যেমন, সুনানে তিরমিযি ও সুনানে আবু দাউদের হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الدعاء هو العبادة দোয়াই হলো ইবাদত।

দোয়ার মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়, তার ওপর থেকে মসিবত দূর হয়, অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে, হৃদয় নিশ্চিত হয় এবং বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার সক্ষমতা তৈরি হয়। হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ
الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, কঠিন বিপদাপদ এবং দুঃখের সময়ে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন, তবে সে যেন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি বেশি দোয়া করে।^{৪৩}

দোয়া করতে হবে নিজের জন্য, নিজ পরিবার পরিজন, ছেলে-সন্তানসহ সকল মুসলিমদের জন্য এবং দোয়ার ক্ষেত্রে 'জমা' তথা বহুবচন ব্যবহার করা উত্তম। যেমন কুরআন আমাদেরকে দোয়ার নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছে,

আল্লাহ তাআলা বলেন-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে
এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে
চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে
মুত্তাকিদের জন্যে আদর্শস্বরূপ করো।^{৪৪}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ

হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-
মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে
তাদেরকে এবং সকল মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন।
^{৪৫}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি
আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং
তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই
সবকিছুর দাতা।^{৪৬}

৪৪ সূরা ফুরকান: ৭৪

৪৫ সূরা নুহ: ২৮

৪৬ সূরা আল ইমরান: ৮

এগুলো ছাড়াও কুরআনে আরো অনেক দোয়া এসেছে।

হাদিস শরিফে অনেক দোয়া এসেছে, নিম্নে কয়েকটি হাদিস পেশ করা হলো,

আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ সময় এই

দোয়া করতেন, (اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي)

(الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) হে আমাদের রব!

আপনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যাণ দান করুন

এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।^{৪৭}

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া,

নিষ্কলুষতা ও সচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করছি।"^{৪৮}

মুসলিম শরিফের এক হাদিসে এসেছে, কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করতো; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামাজ শিক্ষা দিতেন এবং এই দোয়াগুলো পড়ার আদেশ দিতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হেদায়েত নসিব করুন এবং আমাকে রিজিক দান করুন।

৪৭ সহিহ বুখারি-৬৩৮৯, সহিহ মুসলিম-২৬৯০

৪৮ সহিহ মুসলিম: ৬৬৫৬

মৃত এবং জীবিত সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করা। অন্য মুসলমানের জন্য দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। এছাড়া এটা দ্বীনি ভ্রাতৃত্বের হকও বটে। হাদিস শরিফে এসেছে,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ
رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ
بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ

কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয় সে যখনই তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, তার নিকট নিযুক্ত ফেরেশতা তখন বলেন আমিন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ দেওয়া হোক। ৪৯

অপর এক হাদিসে এসেছে,

مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ
مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً

যে ব্যক্তি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদের জন্য দোয়া করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রত্যেক মুমিন পুরুষ এবং নারীর বিনিময়ে একটি করে নেকি লিখবেন। ৫০

সুতরাং হে ভাই! তুমি বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করো। তুমি নিজের জন্য দোয়া করো, পরিবারের জন্য, পিতা-মাতার জন্য, সন্তানদের জন্য, প্রতিবেশীর জন্য, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করো। তুমি দোয়া করো আলেম উলামাদের জন্য, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের জন্য, দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর কালিমাকে পৃথিবীর বুকে উঁচু করার জন্য।

৪৯ সহিহ মুসলিম-২৭৩৩

৫০ সহিহ আল-জামে-৬০২৬

মুহাসাবা

মুহাসাবা বলা হয় নিজের জীবনের ভালো-মন্দের হিসাব-নিকাশ করা। মুহাসাবার মাধ্যমে মানুষ তার জীবন সম্পর্কে জানতে পারে। উপলব্ধি করতে পারে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যে, সে কি তার জীবনকে ভালো কাজে ব্যয় করেছে, নাকি মন্দ কাজে? এভাবে মুহাসাবার মাধ্যমে মানুষ তার পূর্বের ভুল-ত্রুটিগুলো সম্পর্কে উপলব্ধি করে নিজেকে শুধরে নিতে পারে এবং ভুল পথ থেকে ফিরে এসে সত্যের ওপর ইস্তিকামাত তথা অটল থাকতে পারে। সুতরাং মুহাসাবা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্যে সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। ৫১

ইবনে কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, ‘তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও এবং ভালোভাবে লক্ষ করে দেখো যে, কিয়ামতের দিনের জন্য এবং তোমার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিনের জন্য কী সংরক্ষণ করলে?’

ইবনে কাইয়ুম রহ. নিজের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর বাণী,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। ৫২

‘সুতরাং প্রত্যেকেরই উচিত তার হিসাব নেওয়ার পূর্বেই সে নিজের হিসাব নিজে নেবে।’

প্রিয় ভাই! তুমি কি দেখো না যে, দুনিয়ার মানুষ ব্যবসার ক্ষেত্রে কীভাবে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে। সে দৈনিক হিসাব করে দেখে তার কতটা লাভ হলো আর তার ক্ষতির পরিমাণ কী? ব্যবসায় ক্ষতি হলে সে ক্ষতির কারণ বের করার চেষ্টা করে। অন্য দিকে আরো বেশি লাভের পন্থা খুঁজতে থাকে। অথচ আখেরাতের লাভই হলো প্রকৃত লাভ আর তার ক্ষতি হলো চূড়ান্ত ক্ষতি। সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে আখেরাতের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিতে হবে।

হাসান বসরি রহ. বলেন, ‘প্রকৃত মুমিন আল্লাহর জন্য নিজের মুহাসাবা করে। যারা দুনিয়াতেই নিজের হিসাব করে আখেরাতে তাদের হিসাব সহজ হবে। আর যারা দুনিয়াতে নিজের মুহাসাবা করে না আখেরাতে তাদের হিসাব কঠিন হবে।’

মালেক ইবনে দিনার রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রতি রহম করেছেন, যে নিজেকে বলে তুমি কি এমন নও? তুমি কি এমন নও? অতপর সে তার নফসকে লাগাম পরায় এবং কুরআনকে নিজের গাইডলাইন বানায়।’

মুহাসাবার পদ্ধতি বর্ণনার ক্ষেত্রে শাইখ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মানুষ প্রথমে তার ফরজ ইবাদতসমূহের মুহাসাবা করবে। যদি তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নজরে আসে, তাহলে তা সংশোধন করবে অথবা কাজা করে নেবে। এরপর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মুহাসাবা করবে, যদি কোনো হারাম বিষয়ের ওপর নিজেকে লিপ্ত দেখতে পায়, তাহলে নিজেকে সংশোধন করে নেবে, সেই গুনাহ থেকে তাওবা ও ইস্তেগফার করবে এবং তার কাফফারাস্বরূপ কোনো নেক আমল করে নেবে। এরপর নিজের গাফলতের ব্যাপারে মুহাসাবা করবে, যদি কোনো বিষয়ে নিজের গাফলতি ধরা পড়ে; তাহলে তাওবা ও ইস্তেগফার করবে এবং বেশি বেশি জিকির ও ইস্তেগফার করবে এবং আল্লাহমুখী হবে।’ এভাবে ধারাবাহিকভাবে নিজের জীবনের প্রতিটি কর্মের ওপরই মুহাসাবা করবে।

মুহাসাবার বড় বড় দুটি ফায়দা রয়েছে,

১. আল্লাহর হক সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং আনুগত্য ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে নিজের আখেরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা যায়।

২. নিজের কমতি এবং ভুল-ত্রুটির জন্য নফসকে ধরপাকড় করা যায় এবং ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসা যায়।

মুহাসাবার জন্য চিন্তামুক্ত এবং সকল ধরনের ঝামেলামুক্ত একটি সময় বের করতে হবে। আর সেজন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো ঘুমের পূর্বে। অথবা অন্য কোনো সময় যখন সে মুহাসাবার প্রয়োজন অনুভব করবে এবং জেহেনকে সকল ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে মুহাসাবা করবে।

নির্বাচিত বার্তা

‘তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বেই তোমরা
নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও’

পড়াশুনা

পড়ালেখা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষের ইলম বৃদ্ধি পায়। তার থেকে জাহালতের অন্ধকার দূর হয় এবং তার চিন্তা-চেতনা উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু বর্তমানে মানুষ প্রায় পড়ালেখা ছেড়েই দিয়েছে। বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং অনর্থক কাজ মানুষের পড়ালেখার স্থান দখল করে নিয়েছে। যেমন, টেলিভিশন দেখা, ইন্টারনেট-ফেসবুকে সময় ব্যয় করা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি কাজে সময় নষ্ট করে মানুষ পড়ালেখা ছেড়ে দিয়েছে।

যারা গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের ইলম সমৃদ্ধ করে এবং চিন্তা-চেতনাকে মজবুত করে এমন লোকের সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যে দিনদিন একেবারেই কমে যাচ্ছে। নিজেকে শিক্ষিত বলে দাবি করা এমন অনেক লোককেই তুমি যদি তার পড়ালেখা ও অধ্যয়নের বিষয়ে জিজ্ঞেস করো, তাহলে দেখবে যে, সে একটা হাসি দিয়ে বলছে মাঝে মাঝে দৈনিক পত্রিকা দেখা হয়!!

অবশ্য অনেকের মনে পড়ালেখা করা এবং দ্বীনি ইলম অর্জনের ইচ্ছা আছে কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তারা পড়তে পারে না। অথবা অনেকেই মনে করে পড়ালেখা করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন; তাই তারা পড়ালেখা শুরু করতে পারছে না।

কিন্তু ভাই! আপনি যদি দৈনিক মাত্র দশ মিনিট সময় নির্ধারণ করে পড়ালেখা শুরু করেন এবং সেই দশ মিনিটে চার পৃষ্ঠা পড়েন, তাহলে এক মাসে আপনার ১২০ পৃষ্ঠার একটা বই পড়া হয়ে যাবে। এভাবে পড়ার মাধ্যমে আপনার ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং আপনার থেকে জাহালত দূর হয়ে ইলমের আলো প্রবেশ করতে থাকবে। আপনি সঠিক ইলম জেনে নিজের ঈমান ও আমলকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

সুতরাং আর দেরি নয়, আজ থেকেই শুরু করুন আপনার ইলমের সফর। নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের বই নিয়ে পড়তে শুরু করুন। ইনশাআল্লাহ।

বিপদে অন্যকে সাহায্য করা

জীবনে চলার পথে মানুষ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার সামনে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আসে এবং তাকে নানামুখী প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে হয়। আর একেক মানুষের বিপদ ও প্রয়োজন হয়ে থাকে একেক রকম। যেমন-কারো টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়, কারো হতাশার সময় সাহায্য প্রয়োজন হয়, কারো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ভালো পরামর্শের। আর মানুষের এমন প্রয়োজনের সময় তার পাশে দাঁড়ানো, তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, তার প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করা অনেক বড় একটি ইবাদত। যদিও তা হয় ছোট একটি কথার মাধ্যমে অন্যের কষ্ট-পেরেশানিকে হালকা করা।

হাদিস শরিফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। ৫৩

সুতরাং হে ভাই! তুমি তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করো। তুমি যদি সম্পদশালী হয়ে থাকো, তাহলে সম্পদের মাধ্যমে মানুষকে

সাহায্য করো, তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো, তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো, তোমার আশে-পাশে অনেক মানুষ আছে যারা রোগাক্রান্ত কিন্তু টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না। অনেকে টাকার কারণে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, অনেকে না খেয়ে আছে, তুমি তোমার সম্পদের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করো। এই কষ্ট থেকে তাদের উদ্ধার করো। হে ভাই! একটু চিন্তা করে দেখো, এই যে সম্পদ, এগুলো কি তোমার? এই সম্পদ তোমার কাছে কীভাবে এলো? এই সম্পদ তো তোমাকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তুমি কি লক্ষ করে দেখো না যে, তোমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী ও মেধাবী লোক সম্পদের দিক থেকে তোমার চেয়ে নিম্নতর। তুমি ওইসব কাফেরদের মতো হয়ো না যারা বলে

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা
প্রাপ্ত হয়েছি। ৫৪

বরং তুমি বলো আমার জান, আমার মাল সবকিছুই আল্লাহর। আমি তো কেবল এগুলোর আমানতদার মাত্র। সুতরাং এই আমানতগুলো তার সঠিক মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব।

তুমি যদি জ্ঞানী হয়ে থাকো তাহলে সুপরামর্শ দিয়ে মানুষকে সাহায্য করো। তুমি লক্ষ করলে দেখতে পাবে যে, তোমার আশেপাশের অনেকেই কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হতাশায় ভুগছে, তুমি তাদেরকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করো। এভাবে তোমার কাছে যা আছে তার মাধ্যমেই তুমি অন্যের বিপদে এগিয়ে এসো। তাদেরকে বিপদাপদে সাহায্য করো। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তোমার বিপদ থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বড় একটি ইবাদত এবং এটি আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে অনেক মানুষই এই ইবাদতের ক্ষেত্রে উদাসীন। কেউ কেউ ব্যস্ততা, সময়ের সংকীর্ণতা এবং দূরত্বের অজুহাত দেখিয়ে আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া থেকে গাফেল থাকে। এটা ঠিক নয়। প্রকৃত মুসলমান তো আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। কারণ সে আল্লাহর আনুগত্য করে, কিয়ামতের দিন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হক) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। ৫৫

শুধুমাত্র আশেপাশের আত্মীয়দের সাথে এবং যাদের ভালো লাগে, যাদের সাথে সুসম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখলে, তাদের খোঁজখবর রাখলেই আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় হয় না। বরং যাদের সাথে তোমার সম্পর্কের ফাটল ধরেছে, যে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক রাখতে হবে। তাহলেই এই ইবাদতের পূর্ণতা পাবে। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً
أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ
عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ. فَقَالَ "لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا

تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ
عَلَى ذَلِكَ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুল্লাহ! আমার আত্মীয়স্বজন আছেন। আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করি; কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের সঙ্গে সহনশীলতার ব্যবহার করি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খতার আচরণ করে। তখন তিনি বললেন, তুমি যা বললে, যদি প্রকৃত অবস্থা তা-ই হয় তাহলে তুমি যেন তাদের ওপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছো। সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) থাকবে, যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকবে।^{৫৬}

মানুষের মাঝে এবং তার নেক কাজের মাঝে যে-সকল গুনাহ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তার মধ্যে একটি হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।^{৫৭}

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, মানুষ যখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন সে বধিরতা এবং অন্ধত্বের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বধিরতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হকের কোনো কথা তার কানে প্রবেশ করবে না, যদি তার সামনে এমন নসিহতও করা হয়, যার প্রভাবে পাহাড় ধসে পড়ে তাহলেও এই ওয়াজ তার মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলবে না; এই ওয়াজ তার কোনো কাজেও আসবে না। আবার যদি কখনো তার মধ্যে এই ওয়াজ ক্রিয়া করেও

তাহলে সেটা স্থায়ী হবে না। অন্ধ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা কল্যাণকর কিছু দেখবে না।

তুমি যদি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল করতে চাও এবং তার নৈকট্য লাভ করতে চাও তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখো। এমনকি যারা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তাদের সাথেও তুমি সম্পর্ক স্থাপন করো। হাদিস শরিফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا
قَطَعَتْ رَحْمَةُ وَصَلَهَا

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তো সে, যার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও সে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।^{৫৮}

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, এক্ষেত্রে তিনটি ভাগ রয়েছে,

১. সম্পর্ক রক্ষাকারী

২. সম্পর্কের বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী।

৩. সম্পর্ক ছিন্নকারী।

১. সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো সে, যে অন্যকে প্রাধান্য দেয় যদিও তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। মানে সে নিজের পক্ষ থেকে অন্যের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে যদিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়।

২. সম্পর্কের বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষাকারী অর্থাৎ সে নিজের পক্ষ থেকে কারো সাথে সম্পর্ক ঠিক করতে যায় না বরং তার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে সেও তাদের সাথেই সম্পর্ক রাখে।

৩. সম্পর্ক ছিন্নকারী সে, যে নিজেকে বড় ও সম্মানিত মনে করে অন্যের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

যেমনিভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা দুই দিক থেকেই সম্পন্ন হয়। অনুরূপভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করাটাও হয় দুই দিক থেকেই। অতপর ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে প্রথমে সম্পর্ক গড়া শুরু করবে, সেই হলো সম্পর্ক রক্ষাকারী।

প্রিয় ভাই! বিভিন্নভাবে আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেন। নিম্নে তার কয়েকটা নমুনা দেওয়া হলো,

- * বিভিন্নভাবে তাদের খোঁজখবর নেওয়া, যেমন-মোবাইলে, টেলিফোনে অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে মাঝে মাঝে তাদের সাথে যোগাযোগ করা।
- * মাঝে মাঝে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা।
- * বিভিন্ন সময় তাদের নিকট হাদিয়া প্রেরণ করা।
- * প্রয়োজনের সময় তাদেরকে সাহায্য করা। ঋণ দেওয়া।
- * সাক্ষাতে তাদের সাথে হাসিখুশি কথা বলা।
- * তাদের জন্য দোয়া করা এবং বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে তাদেরকে শরিক করা।

এগুলো ছাড়াও বিভিন্নভাবে তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে।

প্রিয় ভাই! আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করুন। তাদের খোঁজখবর নিন মাঝে মাঝে। এখন তো এই সম্পর্ক রক্ষার জন্য আপনাকে অনেক দূর সফর করে কোথাও যেতে হবে না। বরং আপনি আপনার স্থানে বসেই ফোনে-মোবাইলে তাদের খোঁজখবর নিতে পারেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বোঝার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

ইসলামি রেকর্ডার

বর্তমান সময়ে ইলম শেখা, ঈমান মজবুত করা, হকের পথে চলা এবং ইসলামের উদ্দেশ্যে ব্যয়ান শুনান জন্য রেকর্ডার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অনেক বড় একটা নিয়ামত।

সবসময় কোনো আলেমের নিকট গিয়ে ঈমান, আমল এবং ইসলামের ব্যয়ান শোনা বা ইলমি কোনো বিষয়ের দরস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই কোনো আলেমের রেকর্ডকৃত ব্যয়ান বা দরস নিজের সংগ্রহে রাখা এবং সময় সময়ে তা শোনা। একসাথে দীর্ঘ ব্যয়ান বা দরস শোনা সম্ভব না হলেও তুমি দৈনিক কমপক্ষে দশ মিনিট সময় নির্ধারণ করো এবং তখন ব্যয়ানের কিছু অংশ শোনো। তারপর আবার বাকি অংশ শুনবে। এভাবে দুই একদিনের মধ্যেই একটি ব্যয়ান শোনা শেষ হবে।

অনুরূপভাবে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একসাথে বসে কোনো বিষয়ের দরস বা ব্যয়ান শুনবে। নির্ধারিত সময় শেষে দরসের বিষয়বস্তু নিয়ে পরস্পরের মাঝে কিছু সময় আলোচনা করবে। এভাবে ধীরে ধীরে তুমি না-জানা ইলমগুলো জানতে পারবে। সাথে সাথে পরিবারের অন্য সকল সদস্যদেরও ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এতে তোমাদের ইলম ও আমল উভয়টাই সমৃদ্ধ হবে।

আল্লাহর জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করা

মুসলমানদের পরস্পর সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং পরস্পরের সম্পর্ক আরো মজবুত করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা এবং মুহব্বত-ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই। আর একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পাবে আল্লাহর জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করা, একে অপরের বিপদ মুসিবতে এগিয়ে আসা, তাকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া এবং সত্য পথের সন্ধান দেওয়ার মাধ্যমে। পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং তা আরো মজবুত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে মাঝে মাঝে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ। আল্লাহর জন্য একে অপরের সাথে দেখা করা অনেক বড় সওয়াবের কাজও বটে। যেমন, হাদিস শরিফে এসেছে-

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ رَجُلًا
زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَذْرَجَتِهِ مَلَكًا
فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَتَيْنَ ثَرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ
. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَتَى أَحَبَّتُهُ
فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.. قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَّتُهُ فِيهِ "

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ তাআলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা মোতায়ন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছো? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখার জন্য যেতে চাই। ফেরেশতা বললেন, তার কাছে কি তোমার কোনো অনুগ্রহ আছে, যা তুমি আরো বৃদ্ধি করতে চাও? সে বলল, না। আমি তো শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে ভালোবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালোবেসেছো। ৫৯

আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. বলেন, তোমরা তিন অবস্থায় বন্ধুর খোঁজখবর নাও, তারা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাদের দেখতে যাও। খোঁজখবর নাও। যদি ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের সাহায্য করো আর যদি তারা ভুলে যায় তাহলে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও।

ইমাম শাফি রহ. কখনো কখনো কারো পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তার পাশে বসতেন এবং কিছু সময় অতিবাহিত করার পর তার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন, যদি সে অভাবগ্রস্ত থাকতো তাহলে তার সাহায্য করতেন আর যদি সে অসুস্থ হতো, তাহলে তার সেবা-যত্ন করতেন।

নির্বাচিত বাণী

‘আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালোবেসেছো।’

নামাজের পরের জিকিরগুলো আদায় করা

বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো আমরা অনেকে জানিই না যে, নামাজের পর সহিহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত অনেকগুলো জিকির রয়েছে। বরং আমরা অনেকেই সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন অনেক দোয়া ও জিকির আদায় করে থাকি ফরজ নামাজের পর।^{৬০}

আমরা যদি নামাজের পরের আজকারগুলো মুখস্থ করে নিয়মিত তা আদায় করি, তাহলে আমাদের কী ক্ষতি হবে? আমরা কেন সেই জিকিরগুলো মুখস্থ করে নিয়মিত আদায় করছি না? আমরা যদি সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত নামাজের পরের জিকিরগুলো আদায় করি, তাহলে আমরা দুই দিক থেকেই লাভবান হতে পারবো, এক তো জিকির করার সওয়াব। দুই সুন্নাহের অনুসরণের সওয়াব।

নামাজের পরের জিকিরগুলো তুমি একটি কাগজে লিখো। অতঃপর তা তোমার পকেটে রেখে দাও। নামাজ শেষে কাগজটা বের করে জিকিরগুলো আদায় করে নাও। প্রথম দিকে একটা জিকির কয়েক বার পড়ো। দেখবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার জিকিরগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। সাথে সাথে তুমি জিকিরগুলো আদায়েও অভ্যস্ত হয়ে গেছো।

৬০ কুরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত যেকোনো দোয়া যেকোনো সময় পড়া যাবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে উত্তম হলো তখনকার জন্য যেই দোয়া সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত সেটির ওপর আমল করা। এতে দুটি ফায়দা হবে—

১. দোয়া ও জিকিরের জন্য নির্ধারিত সওয়াব পাওয়া যাবে।
২. সুন্নত আদায়ের সওয়াব হবে। (আব্বাহ আলামু বি-যালিকা-অনুবাদক।)

দশ মিনিটের আমল

৬১

পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করা

মানব-ইতিহাসের সূচনালগ্নে যখন কাবিল হাবিলকে হত্যা করে, সেদিন থেকেই মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব আর ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই আছে। মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মূল কারণ হলো হিংসা-বিদ্বেষ আর লোভ-লালসা।

দুই মুসলমানের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে, পরস্পরের মাঝে ঝগড়া লাগবে, মনোমালিন্যের কারণে দুই বন্ধুর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে তখন আমাদের করণীয় কী? আমরা কি তখন চুপ থাকবো এবং তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেবো? নাকি আমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো? তাদের সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে দেবো? তখন আমাদের করণীয় হলো আমরা সুন্দর কথার মাধ্যমে, উত্তম নসিহতের মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো। এমনকি এজন্য যদি আমাদের অর্থও ব্যয় করতে হয় তবুও তাদের মাঝে আমাদের মীমাংসা করে দিতে হবে। কারণ এতে আমাদের রব অনেক খুশি হবেন এবং আমাদের অনেক প্রতিদান দেবেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ
وَالصَّدَقَةِ ". قَالُوا بَلَى . قَالَ " صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ
ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ "

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
(নফল) সিয়াম, সালাত ও সদকা অপেক্ষাও উত্তম
আমলের কথা তোমাদের বলব কি? সাহাবিগণ বললেন,
অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন

করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হলো দ্বীন
ধ্বংসকারী বিষয়। ৬১

উল্লিখিত হাদিসে পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মুসলমানদের মাঝে সংশোধন করার অর্থ হলো বিচ্ছিন্ন না হয়ে সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা। আর দ্বন্দ্বের অর্থ হলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। সুতরাং যারা পরস্পরের মাঝে সংশোধন করে দেবে, বিভেদের অবসান ঘটাবে, তাদের মর্যাদা হবে রোজাদার নামাজ আদায়কারীর চেয়েও বেশি।

হে ভাই! পরস্পরের মাঝে সংশোধন করার প্রতিদান অনেক বড়। সুতরাং তুমি মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলো মীমাংসা করার চেষ্টা করো। এখন তো একেবারে তুচ্ছ বিষয়ের জন্যও মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, বন্ধুর বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, ভাই ভাইয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, সুতরাং তুমি ফোনে কথা বলার মাধ্যমে তাদের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করো, প্রয়োজনে তাদের সাক্ষাতে গিয়ে তাদের সমস্যা সমাধান করো। এতে তোমার রব খুশি হবেন। তুমি আখেরাতে মহাপ্রতিদান লাভ করবে। রোজাদার নামাজির চেয়েও বেশি।

সময়ের প্রতিটি অংশই তোমার জীবন

এই দুনিয়ায় মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি হলো সময়। সময় মানুষের জীবনেরই অংশ। সুতরাং যে তা কল্যাণের কাজে ব্যয় করবে, সফলতার সংবাদ তার জন্য। আর যে তা নষ্ট করবে, তার থেকে উত্তম ফল সংগ্রহ করবে না, তার জেনে রাখা উচিত—হারিয়ে যাওয়া সময় আর কখনো ফিরে আসবে না। সময় সকল সম্পদের চেয়ে দামি। তোমার কি মনে হয় যে, মৃত্যুমুখে পতিত কোনো ব্যক্তি তার জীবনকে যদি মাত্র একদিনের জন্য বৃদ্ধি করতে চায় আর এর বিনিময়ে সে পৃথিবীর সকল সম্পদও ব্যয় করে তাহলে সে কি এই সুযোগ পাবে? না কখনো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আমরা এই মহামূল্যবান সময়কে নষ্ট করি এমনি এমনি, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই। আমরা যদি কাউকে আগুনে কিছু টাকা ফেলতে দেখি, তাহলে আমরা তাকে পাগল মনে করি। অথচ সেই আমরাই পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস নষ্ট করছি। আবার আমরাই নিজেদের জ্ঞানী ভাবছি। বিষয়টি কি সত্যিই আশ্চর্যের নয়?

অথচ একজন মুমিনের জন্য উচিত হলো, সে তার জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড এবং প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করবে আখেরাতের কাজে। সে একটি মুহূর্তও নষ্ট করবে না অনর্থক কাজে। যেমন, ইবনে মাসউদ রা. বলেন, ‘আমার জন্য এর চেয়ে লজ্জার বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই যে, আমার জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল, আমার হায়াতের একটি দিন ফুরাল অথচ তাতে আমার পূর্বের দিনের চেয়ে একটুও আমল বৃদ্ধি পেল না।’

সারি ইবনে মুফলিস রহ. বলেন, সম্পদ নষ্ট ও ক্ষতির জন্য যদি তোমার মন খারাপ হয়, তাহলে সময় নষ্টের জন্য তুমি ক্রন্দন করো।

হাসান বসরি রহ. বলেন, আমি এমন সম্প্রদায়কে পেয়েছি যাদের একজন দিরহামের চেয়েও সময় হেজাফতের বিষয়ে বেশি সতর্ক ও লোভী।

দোয়া এবং জিকির

মুসলমানের জীবনে দোয়া এবং জিকিরের প্রভাব ও গুরুত্ব অনেক। আমরা কেউই আমাদের রবের জিকির এবং তাঁর নিকট দোয়া করা থেকে অমুখাপেক্ষী নই। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন সময় এবং স্থানের সাথে সম্পৃক্ত দোয়া এবং আজকারগুলো মুখস্থ করতে হবে এবং সেগুলো সঠিক সময়ে আদায় করতে হবে। যেমন, সকাল-সন্ধ্যার দোয়াগুলো, ফরজ নামাজের পরের দোয়াগুলো, মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া, সফরে বের হওয়ার দোয়া, সফর থেকে ফিরে আসার দোয়া, ঘুমের দোয়া, ঘুম থেকে ওঠার দোয়া এভাবে বিভিন্ন কাজের শুরু-শেষে যে-সকল দোয়াগুলো রয়েছে সেগুলো মুখস্থ করা এবং আমল করা।

আর এজন্য আপনি ছোট ছোট পকেট সাইজের বিভিন্ন দোয়ার বই সংগ্রহে রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে হিসনুল মুসলিমের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। এটি অত্যন্ত চমৎকার এবং উপকারী একটি কিতাব। এতে প্রতিটি বিষয়ের দোয়াগুলো খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। আপনি এই কিতাবটি সব সময় আপনার পকেটে রাখবেন। প্রতিটি কাজ করার শুরুতে পকেট থেকে কিতাবটি বের করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট দোয়াটি পড়ে নিন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিকবার পড়ে তা মুখস্থ করে নিন। এভাবে কিছুদিনের মধ্যেই ইনশাআল্লাহ আপনার দোয়াগুলো মুখস্থও হবে আবার আপনি সে দোয়াগুলোর আমলের ওপর অভ্যস্তও হয়ে যাবেন।

নাসিহাহ

এই ধর্ম হলো উপদেশের ধর্ম। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "
الدِّينُ النَّصِيحَةُ " قُلْنَا لِمَنْ ؟ قَالَ " لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ " .

তামিম আদ-দারি রা. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-কল্যাণ কামনাই দ্বীন। আমরা আরজ করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসুলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের জন্য। ৬২

সাহাবায়ে কেরাম রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর বাইয়াত দিতেন, নামাজ আদায়ের, জাকাত প্রদানের এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য উপদেশ বা কল্যাণ কামনার ওপর।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

জারির ইবনু আবদুল্লাহ আল বাজালি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি সালাত (নামাজ) কায়েম করার, জাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার। ৬৩

অপরকে নসিহত বা উপদেশের অনেক ফজিলত রয়েছে। তোমার নসিহতের মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়েত পায় বা উপকৃত হয়, তাহলে আল্লাহ

৬২ সহিহ মুসলিম: ১০২

৬৩ সহিহ বুখারি-৫৭, ৫২৪



তাআলা তোমাকে অনেক প্রতিদান দেবেন। নসিহত বা উপদেশ যে শুধু পরিচিত মানুষদেরকেই করতে হবে তা নয় বরং অপরিচিত মানুষকেও উপদেশ দেওয়া যায়, ভালো কোনো কাজের নসিহত করা যায়। বর্তমান সময়ে তো মানুষকে নসিহত করা বা ভালো কোনো কাজের উপদেশ দেওয়া অনেক সহজ। যেমন, মোবাইলের মেসেজ, চিঠিপত্র বা ফেসবুক-ইমেইলের মাধ্যমেও মানুষকে নসিহত করা যায়। তুমি উত্তম চরিত্র সম্পর্কে ছোট একটি উপদেশ লিখে, তোমার বন্ধু-বান্ধবকে মেসেজ করলে বা তোমার ফেসবুক, টুইটারে পোস্ট করলে। এতে কি তোমার অনেক বেশি সময় ব্যয় হবে? দশ মিনিটের চেয়েও বেশি?

তবে এক্ষেত্রে শয়তান আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে। যেমন, আরে তুই তো ভালোভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারিস না, অথবা তোর এই উপদেশ কে শুনবে? তোমার এমন উপদেশবাণী দেখে বন্ধুরা তোমাকে নিয়ে ট্রল করবে, ইত্যাদি বিভিন্নভাবে শয়তান আমাদেরকে নসিহত করা থেকে বিরত রাখে। কারণ শয়তান সর্বদা তোমাকে কল্যাণের পথ থেকে দূরে রাখতে চায়। বঞ্চিত রাখতে চায় আখেরাতের বিশাল নেকি অর্জন থেকে।

হে ভাই! তোমাকে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে থাকলে চলবে না। বরং তুমি মানুষকে নসিহত করতে থাকো এবং তাদেরকে সৎ উপদেশ দিতে থাকো। তুমি তো জানো না যে, তোমার এই ছোট্ট একটি উপদেশ বা নসিহত একজন মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে নিয়ে আসতে পারে। আর এটা তোমার নাজাতের জন্য অনেক বড় মাধ্যম হবে ইনশাআল্লাহ।

মোবাইল-টেলিফোন

মোবাইল-টেলিফোন বর্তমান সময়ে মানুষের সহজ যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি মাধ্যম। কিন্তু অনেকেই মোবাইল-টেলিফোনে অনর্থক কথা বলে। অন্যের গিবত-শেকায়াত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করে। এতে মানুষ অনেক দিক থেকেই ক্ষতির সম্মুখীন হয়-তার অর্থ অপচয় হয়। অনর্থক কথা বলা বা গিবত-শেকায়েত করার গুনাহ হয়। অন্য দিকে তাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। অথচ সময় হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া সবচে বড় নেয়ামত।

একজন মুসলিম আধুনিক এসকল যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে তার আখেরাতের জন্য অনেক বড় পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে। যেমন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অনেক বড় একটি ইবাদত। সুতরাং আমরা মোবাইল-ফোনের মাধ্যমে খুব সহজেই আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদের খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পারি। অনুরূপভাবে এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আলেম-উলামাদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞাসা করা, নিজের ইসলামের বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ নেওয়া। অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আলেম-উলামাদের মজলিসে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের লেকচার শোনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারি।

মহিলারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার দ্বীনদার বান্ধবীদের সাথে দ্বিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে, তাদেরকে কুরআন হিফজ করে শুনতে পারে, অথবা তাদের থেকে শুনতে পারে।

এভাবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা মোবাইল ফোনকে দ্বিনি কাজে ব্যবহার করতে পারি। আমরা যদি মোবাইল ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে একটু সচেতন হই, তাহলে একদিকে যেমন আমরা সময় এবং সম্পদ অপচয় করা থেকে রক্ষা পাবো। অন্যদিকে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সম্ভৃষ্টি অর্জন করে আমাদের আখেরাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

প্রিয় ভাই! আখেরাতের পথে চলার আমলগুলোর মধ্যে আল্লাহ তাআলা যেন আরো বরকত দান করেন, সে লক্ষ্যে প্রথমে নিজেকে তারপর তোমাকে কিছু ওসিয়ত করছি। ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে এই বিষয়গুলো যেন আমাদের অন্তর থেকে কখনোই হারিয়ে না যায়।

১. প্রতিটি কাজ আমাদেরকে ইখলাসের সাথে করতে হবে। অর্থাৎ ছোট হোক বা বড়, যে আমলই আমরা করি না কেন তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতে হবে। কারণ ইখলাসের ওপরই নির্ভর করে আমাদের আমলগুলো কবুল হওয়া বা না হওয়ার বিষয়। তুমি লৌকিকতা বা মানুষের প্রশংসা শুনার জন্য কোনো আমল করবে না বরং এমন ধ্বংসাত্মক মনোভাব থেকে হাজার মাইল দূরে থাকবে। যথাসম্ভব গোপনে আমল করার চেষ্টা করবে। নেক আমলগুলোকে ঠিক সেভাবে গোপন করবে যেভাবে গুনাহের কাজগুলোকে গোপন করো। অর্থাৎ যথাসম্ভব চেষ্টা করবে তোমার আমলের কথাটা যেন আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ না জানে।
২. আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বদা এই দোয়া করবে যে, তিনি যেন তোমার ছোট বড় সকল আমলগুলো কবুল করেন এবং তোমার সকল পদস্থলনগুলো ক্ষমা করে দেন। তুমি তোমার দুর্বলতার কথা, তোমার সকল প্রয়োজনের কথা আল্লাহ তাআলার নিকট বলবে। আল্লাহ তাআলা হলেন আসমান ও জমিনের মালিক, তিনি সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। সুতরাং তোমার জবান যেন এক মুহূর্তের জন্যও তার জিকির থেকে গাফেল না থাকে। তুমি দোয়া করবে, তিনি যেন তোমাকে তাঁর দ্বীনের ওপর অটল রাখেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও তোমার দায়িত্ব তোমার নিজের ওপর ছেড়ে না দেন।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

হে অন্তরসমূহকে পরিবর্তনকারী ! আমার অন্তরকে
আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখেন।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كَلِّهْ
وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর চিরন্তন সত্তা! আপনার অনুগ্রহের
দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি, আমার সমস্ত বিষয়কে
সংশোধন করে দিন এবং এক মুহূর্তের জন্যে আমার
দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবেন না।

৩. তুমি সর্বদা সতর্ক থাকবে, গোপনে প্রকাশ্যে কোনোভাবেই যেন তোমার
মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাথে নাফরমানির কোনো কাজ সংঘটিত না
হয়। গোপন গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তর থেকে তাঁর
নুর নিভিয়ে দেবেন এবং তোমার চোখ ও কানের ওপর তার ক্রোধের পর্দা
ফেলে দেবেন; ফলে হকের বিষয় দেখতে ও শুনতে তোমার কাছে ভালো
লাগবে না। সুতরাং তুমি সর্বদা এই ভয়ে থাকবে যে, তোমার থেকে যেন
কোনো নাফরমানির কাজ না হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তাআলা হলেন
কঠিন শাস্তিদাতা।
৪. তোমার কাছে যখনই কোনো বিষয়ের খটকা লাগবে বা কারো মুখে
প্রশংসা শুনে তোমার মধ্যে কিছুটা ভালো লাগা কাজ করবে; সাথে সাথে
তুমি তোমার নিয়তকে নবায়ন করো। সর্বদা এটা খেয়াল রাখবে যে,
মানুষের প্রশংসা তোমার কোনোই কাজে আসবে না।
৫. মানুষকে কল্যাণের দিকে পথ দেখাতে কখনো কার্পণ্য করবে না।
মুসলমানদের মধ্যে কল্যাণের বিষয়কে ছড়িয়ে দাও। তাদেরকে
কল্যাণের পথ দেখাও। কাউকে কল্যাণের পথ দেখানো তা সম্পাদন
করার সমপরিমাণ সওয়াব।
৬. তুমি নিজের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করো, অন্যের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানের
পিছনে লেগো না। দ্রুত নিজেকে সংশোধন করে নাও। তোমার সামনে
সময় একেবারেই কম। জীবন-সূর্য অস্তমিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে
আছো তুমি। তুমি জানো না কখন হায়াত শেষ হবে আর তোমার মৃত্যু
চলে আসবে? সুতরাং এখনই তোমার সামনের জীবনের জন্য পাথেয়
সংগ্রহ করো এবং তোমার দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ণ কল্যাণের
সুসংবাদ গ্রহণ করো।

সদকাহ করা

হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا
الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا
يُرِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকাহ করবে (আল্লাহ তা কবুল করবেন) আর আল্লাহ কেবল পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। কবুল করেন তাঁর কুদরতি ডান হাতে। এরপর আল্লাহ তাআলা সেই দাতার কল্যাণার্থে তা বড় করবেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক লালনপালন করে বড় করে থাকে। অবশেষে সেই সদকাহ পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যাবে।^{৬৪}

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।^{৬৫}

তোমার হাতে কমবেশি যে পরিমাণই সম্পদ থাক না কেন, এর প্রকৃত মালিক তো হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনিই তোমাকে তা দিয়েছেন। সুতরাং কেন কার্পণ্য করবে? নিজের কাছে তা আটকে রাখবে? বরং তুমি দ্রুত কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও। তোমার সামনে তো সালফে সালেহিনদের অনেক অনেক উদাহরণ রয়েছে। এই তো আবু বকর রা. তাঁর সকল সম্পদ নিয়ে এসেছেন আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য। অনেক সাহাবি তাদের

৬৪ সহিহ বুখারি-১৪১০, সহিহ মুসলিম-১০১৪

৬৫ সূরা বাকারা: ৩

অর্ধেক সম্পদ আবার অনেকে তাদের সম্পদের বেশিরভাগ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য নিয়ে এসেছেন। কেউ কেউ তার প্রিয় জিনিস নিয়ে এসেছেন আল্লাহর রাস্তায়। এবার তুমি ভাবো যে, তুমি কী খরচ করেছো আল্লাহ তাআলার রাস্তায়?

তুমি কমবেশি যতটুকু মালই খরচ করবে, মানুষের দুঃখ মোচন করার জন্য, অথবা কোনো অভাবীর অভাব দূর করার জন্য, কোনো প্রয়োজনহস্ত লোকের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য, ইসলামের কালিমাকে সম্মুখ করে করার জন্য, এর মাধ্যমে তোমার অন্তর পরিচ্ছন্ন হবে লোভ আর কৃপণতার ময়লা থেকে।

প্রিয় ভাই! আল্লাহ তাআলা তো আমাদের জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দিয়েছেন। আমাদের উপর রীতিমতো বরকতের বারিধারা বর্ষণ করছেন। কাপড়চোপড় আমাদের ওয়ারড্রব, আলমারি ভর্তি হয়ে আছে, খাবারের আইটেমে আমাদের টেবিল ভরে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের সদকার অংশটা কোথায়?

আমাদের সালাফগণ আমাদের জন্য দান-সদকার উত্তম নিদর্শন রেখে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছিলেন, তা তারা দুই হাতে খরচ করেছেন। আবু তালহা রা.-এর দানের দিকে একবার লক্ষ করুন।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন, মদিনার আনসারি সাহাবিদের মধ্যে আবু তালহা রা. ছিলেন সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তার সম্পদের মধ্যে 'বি'রু হা'- **بِرُّحاء** - (একটি কূপের নাম)

ছিল সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ। এটি মসজিদে নববীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়ে এর সুপেয় পানি পান করতেন। যখন এ আয়াত নাজিল হলো-

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)

‘কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো।’ তখন আবু তালহা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বললেন-আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন, ‘কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না করো।’ **بِرُّحاء** - আমার সর্বপেক্ষা

প্রিয় সম্পদ। অতএব আমি তা আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলাম। বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে নেকি ও সঞ্চয় আশা করি এবং আখিরাতে পুঁজির আশা রাখি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসুল ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার ইচ্ছামতো তা ব্যয় করুন। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাহ! সম্পদটি লাভজনক। সম্পদটি লাভজনক ! এ সম্পর্কে তুমি যা বললে, অবশ্যই আমি তা শুনেছি, তবে আমার পছন্দ হচ্ছে তা তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বণ্টন করে দাও। অতঃপর আবু তালহা রা. আত্মীয়স্বজন ও তার চাচাতো ভাইদের মাঝে তা বণ্টন করে দিলেন।

সুতরাং হে প্রিয় মুসলিম ভাই! তুমি তোমার প্রিয় কোনো বস্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো, বিনিময়ে তুমি আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে। এটা তোমার আখেরাতের জন্য সর্বোত্তম সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

তুমি লক্ষ করে দেখো, তোমার প্রয়োজনাতিরিক্ত পছন্দনীয় কত জিনিস তোমার ঘরে পড়ে আছে এমনি এমনি। তুমি সেগুলো কোনো প্রয়োজনহস্তের নিকট পৌঁছে দাও। আল্লাহ তাআলা অনেক খুশি হবেন, এর বিনিময় আল্লাহ তাআলা তোমাকে অনেক অনেক নেকি দান করবেন। খুশি হয়ে তিনি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

নবীজির হাদিস

তুমি দৈনিক দশ মিনিট সময় ব্যয় করো হাদিস পড়া এবং নির্বাচিত হাদিস মুখস্থ করার কাজে। প্রতিদিন দশ মিনিটে তুমি একটি দুটি করে নির্বাচিত হাদিস মুখস্থ করো। তাহলে দেখবে কিছু দিনের মধ্যে হাদিসের বিশাল ভান্ডার তোমার মুখস্থের আওতায় এসে গেছে।

তুমি ফজিলতের চল্লিশ হাদিসের ছোট ছোট পকেট সাইজের কিতাব সংগ্রহ করো এবং সেটাকে সর্বদা তোমার পকেটে রাখো। তুমি যখন গাড়িতে থাকবে বা অন্য কোনো অবসর সময়ে তা বের করে এক দুইটি হাদিস মুখস্থ করবে। অথবা ফজরের নামাজের পর সকালের আজকারগুলো আদায় করে পরিবারের ছোটদের নিয়ে বসে যাও এবং দৈনিক এক দুইটি হাদিস মুখস্থ করো। হাদিস মুখস্থের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করো। এতে একদিকে তোমার অনেক হাদিস মুখস্থ হয়ে যাবে, অন্য দিকে ছোট কাল থেকেই তোমার বাচ্চাদের মধ্যে হাদিসের মুহব্বত ও ভালোবাসা তৈরি হবে। অল্প বয়সেই তাদের অনেক হাদিস মুখস্থ হয়ে যাবে।

চিন্তা-ফিকির করা

প্রিয় ভাই! তুমি কি কখনো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেছো ? কখনো কি চিন্তা করেছো এই বিশাল আকাশ, বিস্তৃত জমিন এবং তার নিখুঁত পরিচালনা নিয়ে ? বরং তুমি কি কখনো চিন্তা করেছো তোমার নিজেকে নিয়ে? তোমার হাত, পা, তোমার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি নিয়ে ? তোমার চলাফেরা তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কি কখনো চিন্তা করেছো ? এগুলো কীভাবে চলছে? কে এত নিখুঁতভাবে এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন?

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধাবন করবে না? ৬৬

এভাবে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে তুমি জানতে পারবে, বুঝতে পারবে যে, তোমার রব, তোমার সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং কাউকে জন্মও দেননি। তিনি মহান ও পবিত্র এক সত্তা। পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা-কিছু আছে তার সবকিছু একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তুমি তাঁর দয়ার আশা করো এবং তাঁর শাস্তির ভয় করো।

প্রিয় ভাই! তুমি কি কখনো মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করেছো ? ভেবে দেখেছো কি মৃত্যুর যন্ত্রণা কেমন হবে? কেমন হবে কবর, কবরের অন্ধকার, মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ ? পুলসিরাত কেমন হবে ? কীভাবে তা পার হবে ?

প্রিয় নবীজি সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে, তোমরা কম হাসতে, বেশি কাঁদতে।

প্রিয় ভাই! তুমি একটু হাশরের ময়দান এবং বারজাখের জীবন নিয়ে চিন্তা করো। কেমন হবে আমাদের সেদিনের অবস্থা যখন সূর্য বান্দার মাথার উপরে চলে আসবে? এবং কেমন হবে সেদিন যেদিন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ
أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

“সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।” ৬৭

এবং তুমি ঐ দীর্ঘ কঠিন সময়ের কথা চিন্তা করো

يَوْمَ تَرُؤْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আজাব সুকঠিন। ৬৮

তুমি এভাবে আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে, তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টি নিয়ে, জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা-ফিকির করো। তাহলে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং তাঁর আযমত ও মুহাব্বত সৃষ্টি হবে তোমার অন্তরে। ফলে তাঁর আনুগত্য ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তুমি আরো একনিষ্ঠ হতে পারবে।

সুতরাং তুমি দুনিয়ার চিন্তা ছেড়ে আখেরাতের চিন্তা করো, দুনিয়ার চিন্তা যেন তোমার আখেরাতকে ভুলিয়ে না রাখে। ইনশাআল্লাহ তুমি সফল হবে দুনিয়া ও আখেরাতে।

এভাবে সময় নির্ধারণ করবো কেন?

প্রিয় ভাই! তোমার জীবনের দশ মিনিট সময় অনেক মূল্যবান। এটি স্বর্ণ-রূপার চেয়েও অনেক দামি। এটা একটি যুগের সমান। তোমার জীবন তো কয়েকটি মুহূর্ত আর মিনিটেরই সমন্বয় মাত্র। এই মুহূর্ত আর মিনিটগুলোই তো ঘণ্টা, দিন-রাত আর সপ্তাহ-মাসে পরিণত হয়। এভাবে তা বছরে রূপান্তরিত হয়ে তোমার জীবনের বছরগুলোতে পরিণত হয়। তোমার হায়াত যদি অনেক লম্বা হয় তাহলেও তো তা সত্তর আশি বছরের বেশি হবে না। কারণ এই উম্মতের সাধারণ বয়স হলো সত্তর বছর। এর চেয়ে বেশি বয়স কম মানুষেরই হয়ে থাকে। যেমন, হাদিস শরিফে এসেছে,

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقْلَهُمْ مَنْ
يَجُوزُ ذَلِكَ

‘আমার উম্মতের বয়স হলো ষাট থেকে সত্তরের মাঝামাঝি। অল্পসংখ্যক লোকই তা অতিক্রম করবে।’^{৬৯}

হে ভাই! একবার কি চিন্তা করেছো, তুমি তো ওইসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো, জীবনকে উপভোগ করার পূর্বেই যাদের মৃত্যু এসে গেছে। অথবা যারা যৌবনের শুরুতেই ইহজগত ছেড়ে পাড়ি জামিয়েছে আখেরাতের অনন্ত জীবনের দিকে। প্রিয় ভাই! একবার ভেবে দেখো ওইসকল লোকদের নিকট এই দশটা মিনিটের কত দাম। মৃত্যু যাদের নিকটে চলে এসেছে তাদের নিকট এই দশটা মিনিটের দাম কত হবে ভেবেছ কি? তারা তো জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে এই দশ মিনিট কিনতে চাইবে। তাহলে তুমি কেন এর সঠিক মূল্য বুঝবে না? এর সঠিক ব্যবহার করবে না?

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দাওয়াতের বিষয়টিকে একেবারে সহজ করেছেন এবং এই উম্মতকে সম্মানিত করেছেন তার ওপর দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বিশেষ করে আমাদের এই দেশটাকে দাওয়াত ও তাবলিগের জন্য উর্বর ও সহজ একটি ভূমি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তুমি এখানে যতটা সহজে মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে পারবে অন্য কোথাও তা পারবে না।

তুমি তোমার সঙ্গী-সাথি, প্রতিবেশী, আশেপাশের লোকসহ পরিচিত অপরিচিত সকলকেই দ্বীনের দাওয়াত দাও। তাদেরকে ভালো কোনো শাইখের নাসিহাহমূলক লেকচার শুনতে দাও। দ্বীনি বইপত্র পড়তে দাও। বিশেষকরে আকিদাহর বই। জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনার বই, দোয়ার বই, ইবাদতের ফজিলতের বই ইত্যাদি বিভিন্ন দ্বীনি বই তাদেরকে হাদিয়া দাও, পড়তে দাও।

হে ভাই! এভাবে অন্যকে দ্বীনের দিকে ডাকতে তোমার কত মিনিট সময় লাগবে? দশ মিনিটের চেয়ে বেশি সময় লাগবে কি? কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখো, একটি মানুষও যদি তোমার মাধ্যমে হেদায়েতের পথে আসে তাহলে কিয়ামতের দিন তোমার কী পরিমাণ সওয়াব হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ

لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

আল্লাহ তাআলা যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হেদায়েতের পথে আনেন, তাহলে এটা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।^{৭০}

তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে যদি একজন পথভ্রষ্ট মানুষ পথের দিশা পায়, বে-নামাজি নামাজে আসে, রোজা রাখে, সদকাহ করে, গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমাকেও তো অনুরূপ সওয়াব দেওয়া হবে। সুতরাং হে ভাই! দেরি কেন? আজ থেকেই মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং তাঁর পথে চলা আমাদের জন্য সহজ করে দিন। আমিন!

৭০ আত-তামহিদ-২/২১৮, সহিহ বুখারি-৪২১০, ও সহিহ মুসলিম-২৪০৬

খাবার খাওয়ানো

গরিব ও ফকির-মিসকিনকে খাবার খাওয়ানোর ফজিলত অনেক। এতে আল্লাহ তাআলা সমুদ্র হতে বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

যেমন, হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبٍ

‘তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো খেজুরের একটি টুকরো (সদকাহ করার) মাধ্যমে হলেও। আর যদি তা না পাও, তাহলে উত্তম কথার মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।’ ৭১

অন্য হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . قَالَ " فَمَنْ تَبَعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . قَالَ " فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . قَالَ " فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا اجْتَمَعَنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত আছে? আবু বকর রা. বললেন, আমি আছি। তিনি বললেন, আজ

তোমাদের কে জানাজার সাথে চলেছো ? আবু বকর রা. বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে মিসকিনকে খাবার খাইয়েছে? আবু বকর রা. বললেন আমি। তিনি বললেন, আজ তোমাদের কে রোগীর শুশ্রূষা করেছে? আবু বকর রা. বললেন, আমি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার মধ্যে এই কাজগুলোর সমাবেশ ঘটবে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। ৭২

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যর রা.-কে ওসিয়ত করে বলেন-

"يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ"

আবু যর! যখন তরকারি রান্না করো তখন তার ঝোল বাড়িয়ে দাও এবং প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করো। ৭৩

মুসলিম নারীদের উদ্দেশ্য করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ

হে মুসলিম নারীরা! তোমাদের কোনো প্রতিবেশী যেন অন্য প্রতিবেশীকে তুচ্ছজ্ঞান না করে এবং ছাগলের একটি খুর হলেও তার নিকট হাদিয়া পাঠায়। ৭৪

সুতরাং হে ভাই! অপরকে খাবার খাওয়ানোর ফজিলত অনেক। কিন্তু আফসোস! আমরা মুসলমানরা এই আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। আমাদের আশেপাশের কে না খেয়ে আছে, অভুক্ত রাত কাটাচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের কোনো খোঁজখবর নেই, পেরেশানি নেই।

প্রিয় ভাই! নিম্নের হাদিসটি নিয়ে একটু ভাবো! আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

৭২ সহিহ মুসলিম: ২২৪৬

৭৩ সহিহ মুসলিম, ২৬২৫

৭৪ সহিহ বুখারি-২৫৬৬, সহিহ মুসলিম-১০৩০, আল-আদাবুল মুফরাদ-৯১

” إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدَّنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْمُوكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أُطْعِمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي . قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَّا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي “ .

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার খোঁজখবর রাখোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কী করে তোমার খোঁজখবর রাখবো, অথচ তুমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক!? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করোনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা করলে তার কাছেই আমাকে পেতে। হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমি কি করে তোমাকে আহার করাতে পারি! তুমি তো সারা জাহানের প্রতিপালক! তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে

আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম,
কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে
আমার রব! আমি কী করে তোমাকে পান করাবো, অথচ
তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক!? আল্লাহ বলবেন,
আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি
তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে
তা আমার কাছে পেতে।^{৭৫}

নির্বাচিত যাণী

‘আবু যর! যখন তরকারি রান্না করো তখন তার
ঝোল বাড়িয়ে দাও এবং প্রতিবেশীকে তাতে
শরিক করো।’

ইস্তেখারার নামাজ

মানুষের জীবনে এমন অনেক বিষয় আসে, যা নিয়ে সে পেরেশান থাকে। সে দ্বিধায় পড়ে যায়। কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে, সে আসলে কী করবে? বা তাকে এই মুহূর্তে কোন বিষয়টি করা উচিত। এমন পরিস্থিতিতে ইসলামি শরিয়ত আমাদেরকে ইস্তেখারা করার নির্দেশ দিয়েছে। ইস্তেখারার ফজিলত অনেক এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম। হাদিস শরিফে এসেছে, জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তেখারা শেখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর) বলতেন, 'যখন তোমাদের কারো কোনো বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন ফরজ সালাত ব্যতীত দুই রাকাত নামাজ পড়ে এই দোয়া পড়ে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
 مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا
 أَغْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا
 الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ:
 عَاجِلِ أُمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ .
 وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
 وَعَاقِبَةِ أُمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أُمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي،
 وَاصْرِفْني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার
 ইলমের অসিলায় মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের
 সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার অপার অনুগ্রহ
 থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিদ্বর আমি
 দুর্বল। তুমি জানো, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের
 পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (এখানে যে
 কাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ
 করবে) কাজ আমার জন্য আমার দীন, দুনিয়া, জীবন
 এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো
 জানো, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে
 দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করো।
 আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দীন,
 দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত
 পরিণামে মন্দ জানো, তাহলে তা আমার নিকট থেকে
 ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে এই কাজ থেকে সরিয়ে দাও।
 আর যেখানেই হোক আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত করো,
 অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

তিনি বলেন, 'সে এ সময়ে তার প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ করবে।' (অর্থাৎ দোয়াকালীন 'আল্লা হা-যাল আমরা' এর জায়গায় প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবে।) ^{৭৬}

ইস্তেখারার মধ্যে বান্দার অপারগতা প্রকাশ পায় পরিপূর্ণভাবে এবং তার রবের প্রতি তার পূর্ণ আস্থার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তো এটাই।

সুতরাং তোমার জীবনে যখন এমন পেরেশানি নেমে আসবে, অস্থিরতা তোমার সুখকে কেড়ে নেবে। তুমি স্থির কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যে, এই মুহূর্তে তোমাকে আসলে কোন সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত। তুমি তখন তোমার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে। ইস্তেখারার মাধ্যমে তুমি তোমার অস্থিরতার কথা, তোমার সিদ্ধান্তহীনতার কথা তোমার রবের কাছে বলবে। দেখবে তোমার রব তোমাকে স্থিরতা দান করবেন, সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমার মন স্থির করে দেবেন।

আর এই পুরো বিষয়টি সম্পন্ন করতে তোমার হয়তো দশ মিনিট সময়ও ব্যয় হবে না।

কোনো এতিমের খোঁজখবর নেওয়া বা তার দায়িত্ব নেওয়া

তুমি কিছুটা সময় নির্ধারণ করে তোমার আশপাশে যে এতিম শিশুরা আছে তাদের খোঁজখবর নাও। তাদের কোনো প্রয়োজন থাকলে তা তোমার সাধ্যমতো পূরণ করার চেষ্টা করো। এর ফজিলত অনেক, এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবে। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى،
وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا

আমি এবং এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এমন অবস্থায় থাকবো। তিনি তাঁর শাহাদত আঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে দুই আঙ্গুলের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে ইশারা করে দেখান।^{৭৭}

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার রহ. ইবনে বাত্তাল রহ.-এর একটি কণ্ডল বর্ণনা করেন, 'যারা এই হাদিসটি শুনবে তাদেরকে অবশ্যই এর ওপর আমল করা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে জান্নাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়া যাবে। আর আখেরাতে এর চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।

ইবনে হাজার রহ. বলেন, এই হাদিসের অর্থ এটা হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, 'সে জান্নাতে প্রবেশ করবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।'

সুতরাং হে ভাই! তুমি এমন সুসংবাদকে স্বাগত জানাও এবং কোনো এতিমের দায়িত্ব নিয়ে জান্নাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হয়ে যাও।

এতিমের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টা দু-ভাবেই হতে পারে।

এক. তুমি নিজ সম্পদ ব্যয় করে সঠিক তরবিয়তের মাধ্যমে তাকে লালনপালন করে বড় করলে।

দুই. তুমি সঠিকভাবে শরিয়তের মাপকাঠির মধ্যে থেকে এতিমের সম্পদ দিয়েই তার রক্ষণাবেক্ষণ করলে।

এছাড়া তুমি তোমার ইনকামের একটা অংশ অথবা তুমি যে দৈনিক কাজ করো তার থেকে দশ মিনিটের ইনকামের টাকা একত্র করে তা দিয়ে কোনো এতিমের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করলে অথবা মাস শেষে কোনো এতিমখানায় তা পাঠিয়ে দিলে। এরকম বিভিন্নভাবে এতিমের দায়িত্ব নেওয়ার মাধ্যমে তুমি জান্নাতে প্রিয় নবীজির সঙ্গী হতে পারবে। তাহলে কেন এমন সুবর্ণ সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে?

নির্বাচিত বাণী

তোমরা আমার পক্ষ থেকে দ্বীনের বাণী
মানুষের নিকট পৌঁছে দাও, যদিও একটি
আয়াত হয়

বাড়ি! যেখানে আমরা দিন শেষে আশ্রয় নিই। সারা দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তির পর একটুখানি প্রশান্তির খোঁজ করি। এই বাড়িটিই হতে পারে আমার জন্য জান্নাতের একটি টুকরো অথবা জাহান্নামের একটি খণ্ড। আমরা যদি আমাদের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করি, আমাদের ঘর ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করি; তাহলেই আমাদের ঘর হবে জান্নাতের একটি টুকরো, অন্যথায় তা জাহান্নামের অংশই হবে।

বাড়িতে পরিবারের লোকদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা অনেক বড় একটি নেকির কাজ। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হয়, পারিবারিক অশান্তি দূর হয়, অন্য দিকে এটা অনেক বড় একটি নেকির কাজ যা আখেরাতের অনেক বড় একটি পুঁজি হিসেবে জমা থাকবে। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে নিজের কাজ নিজে করতেন এবং পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। হাদিস শরিফে এসেছে, আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন? আয়েশা রা. বলেন,

كَانَ بَشْرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ
نَفْسَهُ

তিনি অন্য মানুষের মতো একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর কাপড় থেকে উকুন বাহতেন। বকরির দুধ দহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন।^{৭৮}

অন্য এক হাদিসে এসেছে, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করতেন? আয়েশা রা. বলেন,

كان يكون في مهن أهله، فإذا سمع بالأذان خرج
তিনি তাঁর পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন।
অতঃপর যখন আজান শুনতেন তখন বের হয়ে
যেতেন।^{৭৯}

সহিহ বুখারি ও সুনানুত তিরমিযির এক হাদিসে এসেছে, উসমান রা. বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তখন তার স্ত্রী রুকাইয়া রা. অসুস্থ ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে বলেছিলেন, তুমি তাঁর সাথে অবস্থান করো, তার দেখাশুনা করো বদরে অংশগ্রহণ করার সওয়াব পেয়ে যাবে।

সুতরাং হে ভাই! আমাদের উচিত দৈনিক কিছুটা সময় নির্ধারণ করে পরিবারের বিভিন্ন কাজে সাহযোগিতা করা। হোক সেটা একেবারে ছোট একটি কাজ, স্ত্রীকে এক গ্লাস পানি ভরে দেওয়ার মতো তুচ্ছ কাজ। এতে একদিকে যেমন আমাদের নেকির পাল্লা অনেক ভারি হবে, অন্যদিকে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক অনেক মজবুত হবে। বাড়িতে ছোটোখাটো কাজ করা এবং স্ত্রী-পরিবারের কাজে সহযোগিতার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধি পায় এবং তাদের পারিবারিক বন্ধন আরো দৃঢ় ও মজবুত থাকে। যা বর্তমানে এই ফেতনার সময় খুবই প্রয়োজন। এখন তো একেবারে তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে পারিবারিক সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটছে মহামারির মতো।

তাই আসুন আমরা আমাদের পরিবারে দ্বীনের পরিবেশ কয়েম করি। দৈনিক কিছু সময় হলেও স্ত্রী-পরিবারকে সময় দিই, তাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করি। হোক না তা একেবারে অল্প সময়, মাত্র দশ মিনিট। তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আমাদের ঘরে-পরিবারে শান্তির সুবাতাস বইবে ইনশাআল্লাহ।

ইলম অর্জন করা

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইলম এবং আহলে ইলমদের প্রশংসা করেছেন। যারা ইলম অর্জন করবে ইলমের পথে চলবে; আল্লাহ তাদেরকে অনেক প্রতিদান দেবেন। এবং তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত।^{৮০}

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁর নবীকে একমাত্র ইলম ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির দোয়া করতে বলেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক আমার ইলমকে বৃদ্ধি করে দিন।^{৮১}

ইলমের পথ হলো জান্নাতের পথ। যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে চলবে আল্লাহ তাআলা তার জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেবেন। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى
الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের পথে চলে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন।^{৮২}

৮০ সূরা মুজাদালাহ: ১১

৮১ সূরা তাহা: ১১৪

৮২ মুসনাদে আহমদ-২১৭১৫, ইবনে মাজাহ-২২৩

আলেম ও তালেবে ইলমরা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত দল। যার প্রতি আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দ্বীনের বুঝ তথা ইলম দান করেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে—

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে তিনি দ্বীনের বুঝ দান করেন।^{৮৩}

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব রহ. বলেন, ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজ। এই ইলম অসুস্থ হৃদয়ের শিফা বা প্রতিষেধকস্বরূপ। মানুষকে আবশ্যিকভাবে এই অনুভূতি রাখতে হবে যে, ‘এই দ্বীন সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে আমল করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আর এই দ্বীন সম্পর্কে না জানা বা আমল না-করাটা জাহান্নামের কারণ হবে’। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

প্রিয় ভাই! প্রিয় বোন! বর্তমান সময়ে ইলম অর্জন করা তো একেবারেই সহজ হয়ে গেছে। ইলম অর্জন করার কত মাধ্যমই-না রয়েছে বর্তমানে। তুমি যদি খুব বেশি ব্যস্ত হও, তাহলে দৈনিক মাত্র দশটা মিনিট সময় নির্ধারণ করে ভালো কোনো বই পড়ো। অথবা আল্লাহওয়ালা বড় কোনো আলেমের রেকর্ড করা ইলমি দরস শোনো। এছাড়া বড় বড় আলেমদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন-উত্তরের লেকচারের তো কোনো অভাব নেই। তুমি সেখান থেকে তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ধারণ করে শুনতে পারো এবং তা থেকে ইলম অর্জন করতে পারো।

পরিশেষে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সালাফগণ কত কষ্ট করে ইলম শিখেছেন, তারা একটিমাত্র হাদিস সংগ্রহ করার জন্য মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটেছেন। এজন্য কখনো কখনো তো তারা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বা এক মাস পর্যন্ত সফর করেছেন। এত কষ্ট করেও তারা ইলম অর্জন করেছেন। কিন্তু আজ ইলম শিক্ষা করা কত সহজই-না হয়েছে। ইলম অর্জনের জন্য আমাকে ঘর থেকেও বের হতে হচ্ছে না। ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে বড় বড় আলেমে দ্বীনের দরসে শরিক হতে পারছি, তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারছি, উত্তর জানতে পারছি। সবই ঘরে বসে। কিন্তু ইলম শেখার আমার সেই ইচ্ছা ও আগ্রহ কোথায়? ইলম শিক্ষা করার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত করার জন্য কি আমার দশ মিনিট সময়ও হবে না?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *بلغوا عني ولو آية*, তোমরা আমার পক্ষ থেকে দ্বীনের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়।^{৮৪}

বর্তমান সময়ে পত্র-পত্রিকা এবং আধুনিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ব্যবহার করে আমরা অনেক সহজেই দ্বীনের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছাতে পারি। এখন তো যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত নারী পুরুষ প্রায় সকলেই তাদের বেশিরভাগ সময় কাটায় পত্র-পত্রিকা পড়ে অথবা ফেসবুক টুইটার ইউটিউব বা এমন অন্য কোনো মাধ্যমগুলোতে। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মানুষের নিকট একটা বিষয় পৌঁছে দেওয়া যায়। আর এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই থাকে অশ্লীলতা এবং দ্বীন-বিরোধী বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ বা ভিডিও। আর এতে অনেক মানুষই পথভ্রষ্ট হচ্ছে।

সুতরাং তুমি এসব মাধ্যমগুলোকে তোমার দ্বীন প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করো। তুমি দৈনিক সামান্য কিছু সময় নির্ধারণ করো, হোক সেটা মাত্র দশ মিনিট। তুমি এই সময়ে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় লিখে মানুষের নিকট ছড়িয়ে দাও। তুমি একটি আয়াত লিখো, একটি হাদিস লিখো অথবা কোনো মাসআলা লিখো বা ভালো কোনো উপদেশ লিখে তা মানুষের নিকট ছড়িয়ে দাও। তুমি ভালো কোনো শাইখের একটি লেকচার শুনলে, অতঃপর সেটাকে তুমি মানুষের নিকট ছড়িয়ে দিতে পারো, অথবা তার সারাংশ লিখে প্রচার করতে পারো।

এক্ষেত্রে শয়তান আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে, যেমন তুই ভালোভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারিস না, বা তোর লেখা কে পড়বে? ইত্যাদি বিভিন্নভাবে। এ বিষয়ে আমি বলবো, ভাই তুমি তোমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। শয়তানের কোনো কুমন্ত্রণায় কান দেওয়া যাবে না। তুমি যেভাবে পারো সেভাবেই তোমার দ্বীন প্রচার করো। তুমি যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে বিষয়বস্তু লেখার চেষ্টা করবে। লক্ষ রাখবে মানুষের মাঝে বর্তমানে ধৈর্য কমে গেছে, দীর্ঘ বিষয়

পড়া বা শুনার মতো ধৈর্য এখন মানুষের খুব কমই আছে। তাই আবারও বলছি যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে বিষয়বস্তু লিখবে।

প্রিয় ভাই! আমি অনেক পড়লাম, অনেক জানলাম, কিন্তু আমার ইলম থেকে মানুষ কোনো ফায়দা পেল না, তাহলে তো আমার এমন জানার মাধ্যমে খুব বেশি লাভ হলো না। তাই আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, بلغوا عني ولو آية তোমরা আমার পক্ষ থেকে দ্বীনের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়।-সহিহ বুখারি

(তবে সাবধান! তোমার মাধ্যমে যেন জাতির মধ্যে ফেতনা না ছড়ায়, উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি না হয়। আবারও বলছি সাবধান ফেতনা ছড়াবে না, উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।)

নির্ধাচিত্ত বাণী

তোমরা আমার পক্ষ থেকে দ্বীনের বাণী
মানুষের নিকট পৌঁছে দাও, যদিও একটি
আয়াত হয়

আমার প্রতি সুধারণা রাখে একবার এমন এক ভাই এসে পাঁচ পৃষ্ঠার একটা লেখা আমাকে দেখে দিতে বলল। কিন্তু আমি অলস আর অকর্মণ্য লোকের মতো সময় না থাকা এবং ব্যস্ততার অজুহাত দেখালাম। কিন্তু সে ছিল হিম্মতওয়ালা নাছোরবান্দা। সে আমাকে বলল, আপনি গাড়িতে যাওয়া-আসার পথে যখন ট্রাফিক সিগন্যালে পড়বেন তখন দেখবেন। আমি এটা করলাম এবং মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন হয়ে গেল।

এরপর আমি চিন্তা করতে লাগলাম, আমরা যদি সময়ের সঠিক ব্যবহার করতাম, সময় থেকে যথাযথ ফায়দা অর্জন করতাম; তাহলে আমাদের জীবনটা কতই-না বরকতময় হতো। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সময়ের হেফাজত করা এবং যথাযথভাবে সময়কে কাজে লাগানোর তাওফিক দিয়েছেন তারা কতই-না ভাগ্যবান।

সুতরাং হে ভাই! তুমি তোমার মনোবলকে উঁচু করো, হিম্মতকে মজবুত করো। আমার মতো অজুহাত দাঁড়কারী হয়ো না। কয়েক বছর থেকে অজুহাত দাঁড় করাতে করাতে আমি এখন 'ব্যস্ত' 'আমার সময় নেই' এ শব্দেই মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে গেছি। বরং তুমি সময়কে হেফাজত করো এবং নিজের জন্য একটি টার্গেট ঠিক করে নাও যে, কীভাবে আমি সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা গ্রহণ করতে পারবো ?

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমলগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ‘আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। কেউ কেউ তো এটাকে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন বলে অবহিত করেছেন। সুতরাং যারা আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের আমল করবে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। ফলে তারা সফলকাম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা
আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভালো
কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর
তরাই হলো সফলকাম। ৮৫

সুতরাং আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার হলো, কল্যাণের
সবচেয়ে বড় দরজাগুলোর একটি। এটি আসমান ও জমিনের রবের নিকট
সবচেয়ে প্রিয় আমল। বরং বলা যায় এই উম্মতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে এই
আমলের মধ্যে। সুতরাং যারা এই আমল করবে, তারা সর্বোত্তম জাতি বলে
গণ্য হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের
জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা
সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা
দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। ৮৬

আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের সর্বোচ্চ পথ হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তবে আমর বিল মারুফের এই আমলটি ব্যাপক। সব ধরনের ভালো কাজের প্রতি মানুষকে আদেশ করা বা আহ্বান করা এবং যে-কোনো ধরনের খারাপ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করা বা তাদেরকে বাধা দেওয়া এই আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটি আদায় করা কিন্তু আমাদের জন্য একেবারেই সহজ। আমি যদি আমার পরিবারের কাউকে, প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয় বা আমার আশেপাশের যে কাউকেই কোনো ভালো কাজ করার আদেশ দিই, যেমন আমি তাদের কাউকে নামাজের সময় নামাজ পড়তে বললাম, কোনো দরিদ্রকে সাহায্য করতে বললাম, অথবা এমন অন্য কোনো ভালো কাজ করতে বললাম; তাহলে কিন্তু আমি এই আমল করার সওয়াব পেয়ে গেলাম। সাথে সাথে কাউকে খারাপ কাজ থেকে বাধা দিলাম, তাদেরকে বিরত থাকতে বললাম কোনো গর্হিত কাজ থেকে। যেমন, কাউকে গান-বাজনা শুনতে নিষেধ করলাম, অশ্লীল কথা বলতে নিষেধ করলাম, কাউকে অপরের প্রতি জুলুম করতে বাধা দিলাম তাহলে এটা কিন্তু নাহি আনিল মুনকারের আমল হবে।

তাহলে হে ভাই! আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অতি সহজ আমলটা কেন ছেড়ে দেবো? এতে কি আমাদের অনেক সময় ব্যয় হবে? দশ মিনিটের চেয়েও বেশি? সুতরাং আসুন আমরা আজ থেকেই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করি এবং অন্যায়কে প্রতিহত করি-পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে। সাথে সাথে আমরা অর্জন করে নিই মহান রবের সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য।

সিজদাহ

মাদান ইবনু আবু তালহা ইয়ামুরি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ . أَوْ
قَالَ قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ . فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ
فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً
وَحَظَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ " . قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا
الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ .

(একদা) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
আজাদকৃত গোলাম সাওবান রা.-এর সাথে আমার
সাক্ষাৎ হলো। আমি বললাম, আপনি আমাকে এমন
একটি আমলের সংবাদ দান করুন, যার ওপর আমল
করলে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন কিংবা
তিনি বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহর একটি প্রিয়তম
আমলের সংবাদ দিন। তিনি নীরব রইলেন। আমি
আবার বললাম, তিনি এবারও কিছু বললেন না।
অতঃপর আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,
আমি এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, আল্লাহর
উদ্দেশ্যে অধিক সিজদা করো। কেননা, তুমি যখনই
আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখন এ দিয়ে
আল্লাহ তাআলা তোমার মর্যাদা এক ধাপ বাড়িয়ে দিবেন
এবং তোমার একটি পাপ মোচন করে দেবেন। মা'দান
বলেন, অতঃপর আবু দারদা রা.-এর সাথে আমার

সাক্ষাৎ হলো। তাঁর নিকটও আমি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করলাম। তিনিও সাওবান রা.-এর অনুরূপ বললেন। ৮৭

ইমাম নববি রহ. বলেছেন, 'সে খুশু ও খুজুর সাথে অর্থাৎ দেহ ও মনকে
একত্র করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে।' খুজু বলা হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের
একাত্মতা আর খুশু বলা হয় মনের একাত্মতাকে।

সুতরাং তুমি দৈনিক দুই চার রাকাত নামাজ আদায় করে সিজদায় পড়ে
তোমার রবের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করো।

শরঈ ইলম প্রচার করা

ফরজ ইবাদতের পর আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে উত্তম
মাধ্যমগুলোর একটি হলো ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা
দেওয়া। আর এজন্য ইসলাম ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং অপরকে শেখানোর
প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং ইলম গোপনকারীকে তিরস্কার ও ধমকি
দিয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

যাকে কোনো ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অতপর সে
জানা সত্ত্বেও তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে
আগুনের লাগাম পড়ানো হবে। ৮৮

ইলমে দ্বীন শেখানোর জন্য জিজ্ঞাসা করা শর্ত নয় বরং অধীনস্থদের ইলম
শেখানো প্রত্যেকের দায়িত্ব। যেমন, ছেলেমেয়েকে ঈমান শেখানো, কুরআন
শেখানো, নামাজ শেখানোসহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান শেখানো বাবা-মায়ের
দায়িত্ব। অনুরূপভাবে স্ত্রীকে দ্বীনি বিষয় শেখানো স্বামীর দায়িত্ব। বাড়ির
খাদেমকে, গাড়ির ড্রাইভারকে, দোকানের কর্মচারীকে ইলম শেখানো

৮৭ সহিহ মুসলিম: ৯৭৭

৮৮ আবু দাউদ-৩৬৫৮, তিরমিযি-২৬৪৯

মালিকের দায়িত্ব। এভাবে প্রত্যেক কাছের লোককেই ইলম শেখানো আমাদের দায়িত্ব যদিও তারা আমাদের নিকট জিজ্ঞেস না করে।

অপরকে ইলমে দ্বীন শেখানোও সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না।

১. সদকায়ে জারিয়া,
২. ঐ ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়,
৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।^{৮৯}

ইলমে দ্বীন প্রচারের মাধ্যমটি হতে পারে, অপরকে সরাসরি দ্বীনের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে। লিখনির মাধ্যমে। বা লেকচারের মাধ্যমে, অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে। সুতরাং আপনি আপনার জন্য সহজ বিষয়টি গ্রহণ করুন ইলম প্রচারের জন্য।

মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা

মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা, আল্লাহর দিকে ডাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। ইখলাসের সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া আল্লাহ তাআলার সম্ভ্রষ্ট লাভের অনেক বড় একটি মাধ্যম। দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। যারা মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকে তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে,
আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা
আর কার? ৯০

হাদিস শরিফে এসেছে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ
عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
آثَامِهِمْ شَيْئًا .

যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান জানায় তার জন্য সে
পথের অনুসারীদের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব রয়েছে।
এতে তাদের সওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না।
আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে তার ওপর
তার অনুসারীদের গুনাহের অনুরূপ গুনাহ বর্তাবে। এতে
তাদের গুনাহ থেকে একটুও কম হবে না। ৯১

৯০ সূরা ফুসসিলাত: ৩৩

৯১ সহিহ মুসলিম: ৬৫৬০

প্রিয় ভাই! তুমি যদি কাউকে ইসলামের দাওয়াত দাও। অতপর সে তোমার দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এই নতুন মুসলিম এবং সে যে নেক আমল করবে, তার সওয়াব তোমাকে দেওয়া হবে। এতে কিছু ওই ব্যক্তির সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।

এক লোক নামাজ আদায় করে না, তুমি তাকে নামাজের দাওয়াত দাও। সে যদি তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে নামাজ পড়া শুরু করে, তাহলে তার সমপরিমাণ সওয়াব তোমাকেও দেওয়া হবে।

তুমি এক মুসলিমকে জিহাদ ও শাহাদতের ফজিলত বললে, জিহাদের দিকে তাকে আহ্বান করলে। অতঃপর তোমার দাওয়াতে সে তার জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বের হলো এবং শহিদ হলো। তাহলে তোমাকেও তার সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে।

এক সম্পদ ওয়ালাকে তুমি মসজিদ বানানোর আহ্বান করলে, অতঃপর সে মসজিদ নির্মাণ করল, তাহলে তোমার আমলনামায়ও মসজিদ নির্মাণ করার সওয়াব জমা হবে।

এভাবে যে-কোনো ভালো কাজের দিকে তুমি মানুষকে আহ্বান করবে; তার সমপরিমাণ সওয়াব তোমাকে দেওয়া হবে। কিন্তু আমলকারীর সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।

সুতরাং হে ভাই! আজ থেকেই মানুষকে ভালো কাজের দিকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করুন। অন্ততপক্ষে দৈনিক দশ মিনিট হলেও দাওয়াতের কাজ করুন।

মানুষের ইন্তেকালের সাথে সাথে তার আমলের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তবে কিছু আমল এমন রয়েছে যেগুলোর সওয়াব বন্ধ হয় না বরং মৃত্যুর পরও জারি থাকে এবং তার আমলনামায় যুক্ত হতে থাকে। পরিভাষায় তাকে সদকায়ে জারিয়াহ বলে। হাদিস শরিফে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنْ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ " .

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো-যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তা প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ নেক সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসসূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নির্মাণ করেছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদশায় ও সুস্থতাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে এসব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে। ৯২

অর্থাৎ এমন কাজগুলো সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর প্রভাব বাকি থাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত। যেমন, জনকল্যাণমূলক কাজগুলো। এর তালিকা

অনেক দীর্ঘ। এখানে দুয়েকটা উল্লেখ করছি। যেমন: রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, রাস্তার পাশে ফলদায়ক বা ছায়াদার গাছ রোপণ করা ইত্যাদি।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, মৃত্যুর পূর্বে আমরা এমন কিছু কাজ করে যাবো যেগুলোর সওয়াব আমরা মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত পেতে থাকি। যেই আমলগুলো আমাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বাকি থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

সন্তান লালনপালন করা এবং তাদের সঠিক তরবিয়ত করা

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ.

তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।^{৯৩}

সন্তান লালনপালন করা তাদেরকে সহিহ ঈমান-আকিদা-বিশ্বাস ও আমলের বিষয় এবং দ্বীনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া; একদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অনেক বড় একটি দায়িত্ব, যার জন্য কিয়ামতের দিন আমরা জিজ্ঞাসিত হবো। অন্যদিকে এটি অনেক বড় ইবাদত এবং সদকায়ে জারিয়া। আমি আমার সন্তানকে ছোট সময় থেকে সঠিক ঈমান ও আমল শিখালাম। সে ধীরে ধীরে বড় হবে আর আমি বৃদ্ধ

হতে থাকবো এবং এক সময় পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। আর সে ঈমানের ওপর থাকবে, নেক আমল করবে যার সওয়াব আমি কবর থেকেই পেতে থাকবো। হাদিস শরিফে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না।

১. সদকায়ে জারিয়া,
২. ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়,
৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।^{৯৪}

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أُنِّي لِي هَذِهِ؟ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِكَ لَكَ

নিশ্চয় জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা নেককার বান্দার মর্তবা বৃদ্ধি করে দেবেন। তখন সে বলবে, হে আমার রব! এমন মর্তবা আমার জন্য কীভাবে হলো? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তোগফারের মাধ্যমে।^{৯৫}

প্রিয় ভাই! তুমি তোমার সন্তানকে দীন শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দাও। তুমি তাকে একটু সময় দাও, হোক সেটা একেবারে অল্প সময়। মাত্র দশ মিনিট। তুমি তাকে দৈনিক কুরআনের একটি সূরা শেখাও। একটি হাদিস শেখাও। দ্বীনি একটি মাসআলা শেখাও। ইত্যাদি দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় তাকে শেখাও। তুমি তাকে ছোট ছোট হাদিসের বিষয়ভিত্তিক কিতাবগুলো সংগ্রহ করে দাও।

৯৪ সহিহ মুসলিম: ১৬৩১, সুনানে আবু দাউদ: ২৮৮০

৯৫ মুসনাদে আহমদ: ১০২৩২

তাকে দৈনিক একটি করে হাদিস মুখস্থ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করো। এজন্য তাকে বিভিন্ন উপহার দাও। সে যদি দৈনিক একটি করে হাদিস মুখস্থ করে তাহলে মাত্র চল্লিশ দিনে চল্লিশ হাদিসের একটি কিতাব তার মুখস্থ হয়ে যাবে।

একবার চিন্তা করো, আমাদের জীবনের কতটা বয়স কেটে গেল, অথচ আমি একটি হাদিসও মুখস্থ পারি না, গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইলম বা মাসআলা আমার জানা নেই। কারণ আমি ছোট সময় থেকে তা পড়িনি, মুখস্থ করিনি; তাই সে আমলের ওপর অভ্যস্ত হইনি। সুতরাং আমার ক্ষেত্রে যে ভুলটা হয়েছে আমার সন্তানের ক্ষেত্রে আমি যেন সেটা হতে না দিই।

নির্যাচিত বারী

‘তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই
তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।’

আজানের উত্তর দেওয়া

আমরা অনেকেই মুওয়াজ্জিনের আজানের সাথে সাথে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন। অথচ আজানের উত্তর দেওয়া অনেক বড় ফজিলতের কাজ। এতে অনেক সওয়াব হয়। যেমন, হাদিস শরিফে এসেছে:

এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুওয়াজ্জিনগণ তো আমাদের চেয়ে সওয়াবের দিক থেকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

قل كما يقولون فإذا أنهيت فسل تعطه

‘তারা যা বলে তুমিও তাদের সাথে তাই বলো। অতপর এটা থেকে ফারেগ হলে, আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করো, তোমাকে তা দেওয়া হবে।’^{৯৬}

প্রিয় ভাই! মুওয়াজ্জিনের সাথে সাথে আজানের উত্তর দিতে কি তোমার দুই মিনিটের চেয়ে বেশি সময় লাগবে? একবার চিন্তা করে দেখো, কত হালকা একটি কাজ কিন্তু তার প্রতিদান কত বেশি।

এরপর তুমি যদি আজানের সাথে সাথে ওজু করে মসজিদে চলে যাও। মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করো, সামনের কাতারে বসে বসে নামাজের জন্য অপেক্ষা করো এবং কুরআন তেলাওয়াত করো। অতপর তাকবিরে তাহরিমার সাথে নামাজ আদায় করো। তাহলে একই সাথে তুমি কতগুলো আমলের সওয়াব অর্জন করতে পারছো।

সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كَأْتُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেতো।^{৯৭}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।^{৯৮}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ
তথা তাহাজ্জুদের নামাজ।^{৯৯}

তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা সুন্নত। এর সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শেষ প্রহর তথা রাতের শেষ এক তৃতীয়াংশ। যার জন্য শেষ রাতে ওঠা কষ্টকর বা যে শেষ রাতে উঠতে পারে না সে ঘুমানোর পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই রাকাত দুই রাকাত করে নামাজ পড়বে অতঃপর বিতর পড়ে নেবে।

তাহাজ্জুদ এমন একটি ইবাদত যা অন্তরকে আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত করে দেয় এবং এর মাধ্যমে নফসকে তার কুপ্রবৃত্তি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। কেননা তাহাজ্জুদের জন্য নফসকে এমন একটা সময় জখত করা হয়, যখন সকল মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, চারপাশটা থাকে নীরব-নিস্তন্ধ শরীর তখন

৯৭ সূরা জারিয়াত: ১৭

৯৮ সূরা সিজদাহ: ১৬

৯৯ সহিহ মুসলিম-১১৬৩

বিছানার আরাম ও শান্তি অনুভব করতে থাকে পূর্ণমাত্রায়। আর তখন তুমি তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তোমার রবের সামনে দাঁড় করালে, তার চাহিদাকে প্রশ্রয় দিলে না; তখন সে তোমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে বাধ্য হবে।

কিয়ামুল লাইলের ফায়দা অনেক যা বলে শেষ করা যাবে না। এক হাদিসে এসেছে, জাবির রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

" إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "

রাতের এমন একটি সময় রয়েছে, মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর কাছে কল্যাণের প্রার্থনারত অবস্থায় সে সময়টি পেয়ে যায় আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দান করবেন। ১০০

প্রিয় ভাই! আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছেন, সাহাবায়ে কেরামগণ পড়েছেন, সালফে সালেহিনগণ পড়েছেন এবং প্রতিটি জামানায় আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তাহাজ্জুদ পড়েছেন এবং পড়েন। সুতরাং তুমি কি চাও না আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হতে? তাহলে আজ থেকেই শুরু করো তাহাজ্জুদের জন্য ওঠার। হোক না তা মাত্র দশ মিনিট সময়ের জন্য। আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। ১০১

১০০ সহিহ মুসলিম: ১৬৪৪

১০১ সূরা আনকাবুত-৬৯

পরিশিষ্ট

প্রিয় ভাই! এভাবেই দশ মিনিট দশ মিনিট করে ভাগ করে তোমার প্রতি দিনের পূর্ণ সময়কে এবং এক দিন দুইদিন করে সপ্তাহ, মাস, বছর এবং তোমার সারা জীবনকেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কাজে ব্যয় করতে পারবে। বিনিময়ে মহান রবের নিকট পুরস্কারস্বরূপ পাবে জান্নাত যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও জমিনের সমান।

প্রিয় ভাই! তোমার জীবন অনেক মূল্যবান। সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বেই তাকে গনিমত মনে করে তার থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করো। হাদিস শরিফে এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে নসিহত করে বলেন,

اَعْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বেই পাঁচটি জিনিসের ওপর গুরুত্ব দাও,

১. বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই যৌবনের।
২. অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতার।
৩. দরিদ্রতা আসার পূর্বে স্বচ্ছলতার।
৪. ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসর সময়ের।
৫. এবং মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের।^{১০২}

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْظُرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا أَوْ
غِنًى مُطْغِيًّا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا
مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ
أَذْهَى وَأَمَرُّ"

সাতটি বিষয়ে আমলের প্রতিযোগীতায় এগিয় থাকতে
যত্নবান হও। তোমরা কি অপেক্ষায় আছো এমন দারিদ্রের
যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় বা এমন ধনাঢ্য হওয়ার যা
আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত করে অথবা এমন রোগের যা
স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে দেয় বা এমন বার্ধক্যের যা একজনকে
নিঃশেষ করে দেয় বা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎ করে
আপতিত হয়, নাকি দাজ্জালের? অদৃশ্য অমঙ্গলের
অপেক্ষা করা হচ্ছে, না কেয়ামতের? কেয়ামত তো আরো
ভীষণ, আরো তিক্ত। ১০০

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত আপনার আনুগত্যের কাজে ব্যয়
করার তাওফিক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই সামান্য শ্রমটুকু
কবুল করুন। আমিন।

وصلي الله تعالى علي خير خلقه محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين

আমি যখন নিজের অবস্থা এবং অন্যদের অবস্থার দিকে গভীরভাবে লক্ষ করেছি তখন আমার উপলব্ধি হয়েছে যে, আমরা সময় নষ্ট করছি এবং সময় থেকে যথাযথ ফায়দা গ্রহণ করতে পারছি না বা করছি না। তাই নফসকে আল্লাহর ইবাদতের ওপর তরবীয়ত করা এবং ধীরে ধীরে খুব সহজে নফস যেন আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেই লক্ষ্যেই এখানে এমন কিছু আমলের বিষয় একত্র করেছি, যার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে সময় থেকে পূর্ণ ফল সংগ্রহ করতে পারব এবং সময়কে গনিমত হিসেবে ব্যবহার করতে পারব ইনশাআল্লাহ। অন্যদিকে আমি প্রতিটা আমলের শুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল পেশ করেছি



শব্দ টি ভাষা শব্দ প্রকাশ
হাযানাহ
পা. ব. লি. কে. শ. ন